অপারেশন সি আই এ

জেমস হেডলি চেজ

সূচিপত্র

১. সি আই এ 2
২. দুনিয়ার সেরা স্পাই মার্ক গারল্যান্ড 27
৩. ওস্তাদের মার 56
৪. প্রেমের শয্যায় মার্ক গারল্যান্ড 73
৫. পোস্ট মর্টেম 96
৬. কালো মুক্তার জন্যে 101
৭. শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি 106
৮. স্পাই ইন হংকং 109

১. সি আই এ

শক্ত সমর্থ ভারিক্কী চেহারার ক্যাপ্টেন ও'হ্যালোরান প্যারীর মার্কিন দূতাবাসের সামনে গাড়ি থামিয়ে কালো চামড়ার ব্রিফকেসটা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দূতাবাসে ঢোকে। রিসেপশন ক্লার্কের দিকে মাথাটা একটু নেড়ে লিফট বেয়ে দোতলায়, করিডর পেরিয়ে সিঁড়ির ছটা ধাপ ওপরে উঠতেই... দীঘল চেহারার একজন মেয়েমানুষ এগিয়ে এলো।

ওর নাম মার্সিয়া ডেভিস। মেয়েটা সি, আই, এর প্যারী শাখার সর্বাধিনায়ক জন ডোরির পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

সুন্দরী মেয়ের ধূসর আঁখি লহমার মধ্যে দেখে নেয়, ক্যাপ্টেনের লাল মাংসল মুখ, থ্যাবড়া ভাঙা নাক। হাল্কা নীল চোখ এবং শক্ত ঠোঁট দুটো, মার্সিয়ার মনে হয় বুক উথাল পাথাল করে ডুবে যাচ্ছে।

শক্তসমর্থ পুরুষকে দেখে মার্সিয়া হাসছে।

হ্যালো টিম

বুড়ো আছে নাকি?

নড়বার নাম নেই। ছুটি নেবে না টিম?

ছুটি? এক্সমাসেও ছুটি হবে কিনা কে জানে? তোমার কি খবর?

সেপ্টেম্বর...জাহাজে চড়ে বেড়াতে যাব... ক্যা

প্টেন ভাবছে এই সুন্দরী যদি কোনদিন আমার সঙ্গে প্রেম করতে রাজি হয়...

শ্রীমতি মার্সিয়া ডেভিস হেলেদুলে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য ক্যাপ্টেন দেখুক, ওর শরীর কেমন সুন্দর।

ক্যাপ্টেন এগিয়ে যায়। দরজার ওপরে লেখাঃ

সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সী,
বিভাগীয় ডিরেক্টর,
জন ডোরি।

সি, আই, এ-র কর্মচারীরা বড়কর্তা জন ডোরি কদিন টিকবে, তাই নিয়ে জুয়া খেলেছিল। তখন ওয়াশিংটন প্যারী অফিসের প্রধান হিসেবে থরলি ওয়েলিকে পাঠিয়েছিল এবং আটত্রিশ বছর চাকরীর পর ডোরিকে দুনম্বরী পোস্টে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন ওয়েরলি, ওয়াশিংটনের ছেলে ওয়াশিংটনে ফিরে গেছে এবং এই ষাট বছর বয়সে বুড়ো জন ডোরির ঘাড়ে আবার রোয়া গজিয়েছে। লোকটাকে ক্যাপ্টেন পছন্দ করে। কারণ সে বিপদের ঝুঁকি নেয়, শর্টকাট করতে জানে এবং কল্পনা শক্তি আছে।

ক্যাপ্টেন দরজায় টোকা মেরে ঢোকে। জন ডোরি প্রকাণ্ড ডেস্কে বসে ফাইল পড়ছে। পাখীর মত হাল্কা ছোটখাট মানুষ, চোখে পাঁশান চশমা, ফিটফাট চশমার কাঁচের ওপর দিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে জন ডোরি তাকিয়ে, আরে টিম! কি ব্যাপার?

একটা লোক দুদিন আগে চার তারিখের সন্ধ্যেবেলা কুদ্যলা তুর্নেল-এ গাড়ি পার্ক করতে গিয়ে দেখে, অন্ধকারে এক যুবতী মেয়েমানুষ শুয়ে আছে। পুলিশ এসে দেখলো যুবতী বেহুঁশ। ওর গলায় আমেরিকান জাতীয় পতাকার তারা আর ডোরা দাগ আঁকা রুমাল বাধা ছিল। তাই ওকে আমেরিকান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মেয়েমানুষটি বেশি মাত্রায় বারবিচুরেট জাতীয় ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। পরের দিন তার হুঁশ ফিরলে দেখা গেল, তার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, অ্যামনেসিয়ার দরুণ মেয়েটা তার নাম ঠিকানা মনে করতে পারছে না। এই মেয়েটা আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজী বলে কিন্তু তখন সে খুব নার্ভাস ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। ডাঃ ফরেস্টার পুলিশে খবর দেন মেয়েটার আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ নিতে যাতে হাসপাতাল থেকে ছাড়া যায়। উনি ফরাসী পুলিশের কাছে রোগিনীর চেহারার বর্ণনা দিয়ে খবর পাঠালেন। ডাক্তারের ধারণা, নরওয়ে বা সুইডেনের দূতাবাসে খোঁজ নিলে জানা যাবে

সি, আই, এ-র ডিভিশন্যাল ডিরেক্টর ডোরি বিরক্ত হয়ে বললে, আমি এ ব্যাপারে কি করবো? আর ডাক্তারই বা কি করে ভাবলো যে দূতাবাসে খবর নিলেই মেয়েটার ঠিকানা পাওয়া যাবে? মেয়েটার কাছে কাগজপত্র কিছু নেই?

না, হ্যান্ডব্যাগ পর্যন্ত নেই। সোনালী চুল, লম্বা চেহারা, হয়তো নরওয়ে বা সুইডেনের মেয়ে হবে। সকালে ফরাসী পুলিশ খবর পাঠায়। ক্যাপ্টেন ফাইল খোলে, সুন্দরী, ব্লন্ড চুল, নীল চোখ, রোদে সেঁকা বাদামী রং, উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, ওজন একমণ বাইশ সের। আইডেন্টিফিকেশন মার্ক :

এক : ডান হাতের কনুইয়ের নীচে ছোট্ট তিল।

দুই : বাম নিতম্বে উল্কিতে আঁকা চীনা হরফে তিনটি প্রতীকী অক্ষর।

ড্যাম। মেয়েছেলের শরীরে উল্কি? তাও আবার চীনা হরফে?

রাইট স্যার! চীনা হরফে তিনটে প্রতীকী অক্ষর মেয়েটার চামড়ায় উল্কি করে আঁকা। ফাইলটা ডেস্কে রাখে ক্যাপ্টেন ও হ্যালোরান।

সি, আই,এর প্যারী ডিভিশনের একটা ফাইল পড়েছি, কম্যুনিস্ট চীনের সেরা রকেট-রিসার্চ-, বিজ্ঞানী ফেং হো কুং-এর ব্যক্তিগত জীবনের অনেকে তথ্য ওই ফাইলে আছে। ওই চীনা বিজ্ঞানী । পাগলাটের মতো। তার যে কোন সম্পত্তিতে সে নিজের নামের তিনটে আদ্যাক্ষরের ছাপ দেয়। ফেং হো কুং নামের এই তিনটে অক্ষরের ছাপ লাগায় বাড়ি, গাড়ি, ঘোড়া, বাসনপত্র, জামাকাপড় সব কিছুতে। এমনকি যখন যে মেয়েমানুষের সঙ্গে প্রেম করে তার চামড়ার উল্কিতে তিনটে আদ্যাক্ষর এঁকে দেয়।

ফাইলে আরও ছিল, একবছর আগে এক সুইডিশ যুবতীকে পিকিং-এর রকেট বিজ্ঞানী রক্ষিতা রেখেছে। এই মেয়েটার শরীরে সেই তিনটে অক্ষর রয়েছে। তাই আপনাকে খবরটা জানালাম।

ডিরেক্টর ডোরি বললো, খবরটা কে কে জানে?

ব্রিটিশ দূতাবাস, স্ক্যান, ডিনেভিয়ান দূতাবাস এবং ফ্রাসঁ-মাতিঁ।

ফ্রাসঁ-মাতিঁ ম্যাগাজিনটা তার দুচোখের বিষ। কেচ্ছার গন্ধ পেলেই এই ফরাসী ম্যাগাজিনটা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করে।

ম্যাগাজিনের কপি ডোরির হাতে ক্যাপ্টেন দেয়।

ম্যাগাজিনের দুনম্বর পাতায় বড় হেডলাইন :

শরীরে উল্কির দাগ
আপনি কি এই মহিলাকে চেনেন?

অস্পষ্ট ফটো ক্যাপশনের নীচে নিউজ প্রিন্টে জেবড়ে গেছে। কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে ব্লন্ড, ফটোটা বিশ্রী হলে মেয়েটা যে সুন্দরী তা বোঝা যাচ্ছে।

ডোরি পড়ে :

রহস্যময়ী এই রমণীর নীতম্বে চীনা অক্ষরে লেখা প্রতীকী চিহ্ন যা বোঝা যায়নি।

ওরা এসব জানলো কি করে?

কুড়ি মাইল দূরে ভাগাড়ে মরা পরলে শকুন কি করে টের পায় স্যার?

অনেক মেয়েই শখ করে আঁকায়..কিন্তু তিনটে চীনা আক্ষর।

ডোরি বলে টম এটা টপ লেভেল অপারেশন। এ পর্যন্ত তুমি কি করেছ?

মার্কিন জেনারেল ওয়েনরাইট ওই হাসপাতালেই চেক আপের জন্য ভর্তি আছেন মেয়েটির সঙ্গে একই তলায়। ওকে পাহারা দেবার অজুহাতে করিডরে একজন সান্ত্রী রেখেছি। ডাক্তার ফরেস্টারকে বলেছি মেয়েটির নিরাপত্তার জন্য ওঁর চেনা নার্স যেন দেওয়া হয়। সান্ত্রীকে বলেছি নার্স ছাড়া কেউ যেন ঐ ঘরে না ঢোকে। রিসেপশন ডেস্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোন ভিজিটরকে রোগিনীর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না।

ডোরি মাথা নেড়ে, বাঃ চমৎকার। প্রথমে আমাকে জানতে হবে সত্যিই কম্যুনিস্ট চীনের রকেট বিজ্ঞানী ফেং হো কুং-এর নামের তিনটে ইনিসিয়্যাল কিনা। যদি মেয়েটা সত্যিই কুং-এর রক্ষিতা হয়, ওর গুরুত্ব ভি, আই, পি,-দের থেকেও বেশি বেড়ে যাবে।

*

কুমুনিষ্ট চীনের স্পাইচক্র

প্যারী শহরের রু দ্য রেইনার এক কোণে ছোট্ট এক চীনা রেস্তোরাঁর নাম লা তেইমপ দী সিয়ে। কোন ট্যুরিস্ট গাইডে নাম না থাকলেও প্যারীর সেরা চীনা খাবার এখানে পাওয়া যায়। কোন ট্যুরিস্ট এখানে এলে জানানো হয় সব টেবিল রিজার্ভ হয়ে গেছে। এটা শুধু প্যারী, প্রবাসী চীনাদের জন্যে।

যখন সিয়ার প্যারী শাখার ডিরেক্টর ক্যাপ্টেন ও হ্যালোরানের সঙ্গে কথা বলছে, তখনই রেস্তোরাঁর মালিক চুং উ ক্যাস ডেস্কের পাশে বসে ওয়েটারদের ওপরে খবরদারী করছে। ওয়েটাররা প্রায় একডজন কাস্টমারকে লাঞ্চের খাবার দিচ্ছে। টেবিলগুলো ঘিরে সিল্কের উঁচু পর্দা। মাহ-জং টাইলের শব্দ, চড়া গলায় কথাবার্তার শব্দ। পপসঙ্গীতের গর্জনচীনাদের নিঃশব্দে লাঞ্চ খেতে ভালো লাগে না।

টেলিফোনে রিসিভার বাজতেই চুং উ ক্যান্টেন ভাষায় কথা বলে। রিসিভার পাশে রেখে সাদু মিচেলকে ডাকতে যায়।

সাদু মিচেল, চপ-স্টিকের কাঠি দুটো দিয়ে চিংড়িং মাছটা সবে খেতে যাচ্ছে তখন চুং উ, রেশমী পর্দা ঠেলে ঢুকে বলল, মঁসিয়ে...টেলিফোন...আর্জেন্ট...

জঘন্য ফরাসী উচ্চারণে চুং উ বলে।

ব্লাডি... মুখখিস্তি করে সাদু আর ওর সুন্দরী সঙ্গিনী খিলখিল হাসি হাসে। সাদু ফোন ধরতে ছোটে। সাদু মিচেল দেখতে লম্বা, একহারা গড়ন, মুখটা একটু লম্বা, কালো চুল, ফিটফাট পোশাক, বাদামের মত চোখে শক্ত চাউনি। সাদু মিচেল জনৈক মার্কিন ধমর্যাজকের জারজ সন্তান।

এই মার্কিন মিশনারী ভদ্রলোক তিরিশ বছর আগে কুয়োমিনটাং আমলে পিকিং-এ যান। চীনাদের ভুলিয়ে খৃস্টান করায় উনি ব্যর্থ হলে, মনের দুঃখে হুইস্কির বোতলে ডুবে যান। পাদ্রী সাহেবের মনের দুঃখ ঘোচাতে এক রূপসী চীনা যুবতী এলো। সেই সান্ত্বনার ফলুসাদু মিচেল আধা মার্কিন, আধা চীনা। নিজেকে জারজ সন্তান বলে এতো ঘেন্না করে সাদু যে গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সে নিজের শত্রু ভাবে।

রু দ্য রিভোলিতে তার ছোট বুটিক। দোকানে জেড পাথর আর পুরোনো দামী জিনিষপত্র বিক্রী হয়। মার্কিন ট্যুরিস্টদের ভিড় জমে।

মেয়েমানুষ ছাড়া সাদুর একদিনও চলে না। এখন তার সঙ্গিনী এক উত্তর ভিয়েনামী মেয়ে পার্ল কুও। সাদু দেখলো, তার থেকেও পার্ল মার্কিনীদের বেশি ঘেন্না করে। কারণ, উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমারু বিমানের আক্রমণে পার্লের ঘরবাড়ি জ্বলে গেছে। মা-বাবা ভাইবোনেরা মরেছে। হ্যাঁনয়ে কুমনিষ্ঠ চীনের স্পাই হিসাবে পার্ল দীর্ঘদিন কাজ করেছে।

ওখান থেকে তাকে ফ্রান্সে পাঠানো হয়। সাদুর দোকানে অনেক মার্কিন ট্যুরিস্ট মাসে। বিদেশে এলে ওরা নিজেদের মধ্যে এমন ভোলামেলা কথাবার্তালে যেন কেউ ইংরেজী বোঝে না। ওদের বেফাঁস কথাবার্তা সাদু চীনা দূতাবাসের একজন কর্মচারীকে জানাতো। সেই খবর মার্কিনীদের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট চীনের প্রোপাগাণ্ডার কাজে লাগাতো। মার্কিনীদের বেইজ্জৎ করে সে তার মার্কিন বাপের ওপরে বদলা নিত।

সাদু বোঝেনি যে কম্যুনিস্ট চীনের স্পাইচক্র তাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক কাজের জন্যে তালিম দিচ্ছে। পার্ল সূতো ছাড়ছে, ইয়েৎ সেন সুতো গুটোচ্ছে–সাদু মিচেলের আর ফেরার পথ নেই।

এই টেলিফোন-কল ধরার সঙ্গে সঙ্গেই সাদু পুরোপুরি ক্যুনিস্ট চীনের এজেন্ট হলো। রিসিভার তুলে সাদু, ইয়েস। কে বলছেন?

ফোনে প্যারীর স্পাই রিং-এর সর্বেসর্বা ইয়েৎ সেনের গলা, আমি তোমার দোকানের সামনে আছি। এক্ষুনি এসো।

এখন যেতে পারবো না, আমি

এক্ষুনি, লাইন কেটে যায়,

সাদু ফিরে এসে, ইয়েৎ সেন, এক্ষুনি যেতে বলছে।

তোমাকে যেতে হবে ডার্লিং?

কেন? আমি কি ইয়েৎ সেনের চাকর?

তোমাকে যেতেই হবে, ডার্লিং।

বেশ, একটু বসো। আমি বেশি দেরী করবো না।

গাড়ি চালিয়ে দশ মিনিটের মধ্যেই দোকানে পৌঁছে যায় সাদু। যে স্থূলকায় চীনা ভদ্রলোক জেড পাথর দেখছিল, সে ঘুরে দাঁড়িয়ে গাড়িতে উঠে বসে।

ইয়েৎ সেন বলে, এমার্জেন্সী, তোমাকে এজেন্ট হিসেবে বাছা হয়েছে, তোমার খুশী হওয়া উচিত। স্যুভের গার্ডেনসের কাছে গাড়ি থামাও।

সাদু মিচেল একটু আতঙ্কিত হয় ইয়েৎ সেনকে দেখে-মোটা লোকটার পরনে ভারী স্যুট, হলুদ মুখটা ভাবলেশহীন, মিনিস্তেয়ার দ্য ফিন্যান্স-এর সামনে সাদু গাড়ি থামায়।

হিপপকেট থেকে ফ্রাঁস-মাতি ম্যাগাজিনের কপি বার করে সাদুর হাতে দেয়।

শরীরে উল্কির দাগ
আপনি কি এই মহিলাকে চেনেন?

ব্লন্ড যুবতীর অস্পষ্ট ফাটোতে আঙ্গুল দিয়ে ইয়েৎ সেন টোকা দেয়।

কাল সকালের মধ্যে এই মেয়েটাকে খুন করবে। সাদু, তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি। তুমি সবরকম সাহায্য পাবে কিন্তু প্ল্যানের ডিটেলস্ তোমাকে ঠিক করতে হবে। আজ সন্ধ্যে ছটায় একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করবে। সে পেশাদার খুনী, কিন্তু নির্বোধ। তোমাকে বুদ্ধি জোগাতে হবে। এবার শোনো, প্ল্যানটা ।

সাদু মিচেল খুনের প্ল্যান শুনে বুঝলল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে সে যে বীজ পুঁতেছে, আজ তারই বিষবৃক্ষে ফল ধরেছে।

*

সোভিয়েত রাশিয়ার স্পাই

লন্ডনের বন্ড স্ট্রীটের ট্যুরিস্টদের কাছে একটা অদ্ভুত ধরনের আকর্ষণ আসে। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দোকান বন্ধ হয়। কিন্তু তার পরেও পৃথিবীর নানান দেশের মানুষ ট্রাফিকের ভিড় ঠেলে ঘোরাঘুরি করে, প্রত্যেকটা দোকানের শো কেসের সামনে দাঁড়িয়ে পুরনো প্রিন্ট দেখে। চামড়ায় বাঁধানো বই, লিনেন, দামী ক্যামেরা, বিভিন্ন ধরনের উপহারের সামগ্রী।

পরনে বিদেশী কাটিং-এর ট, মার্ক অ্যান্ড স্পেশারের শার্ট ও টাই, মাথায় ছোট্ট করে কাটা রূপোলীচুল, চৌকোনা মুখ, চোখদুটো সবুজ ও সমতল–লোকটার বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মাঝামাঝি। ছ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, পেশীবহুল চেহারা প্রকাণ্ড হাত দুটো ট্রাউজারের দুই পকেটে, ট্রেনড বক্সারের মত হাল্কা পা ফেলে বন্ড স্ট্রীট বেয়ে চলেছে লোকটা, নাম মালিক। সোভিয়েত রাশিয়ার সবসেরা ও সবচেয়ে সফল স্পাই। তাকে বলা হয়েছে, তুমি এমন ভাবে ঘোরাফেরা করা এবং শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখো সবাই যেন ভাবে তুমি ট্যুরিস্ট। পরে দরকার হতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ার সেরা পাই মালিক ক্রমওয়েল রোডের এক অখ্যাত হোটেলে আছে। সে জানে যে বৃটেনের সরকারী স্পাই সংগঠন এম. ওয়ান, সিক্স তার ওপরে নজর রেখেছে। আরও, জানে তাদের নিজেদের সংগঠন আর একজন স্পাই রেখেছে মালিকের ওপর নজর রাখতে।

মালিকের কাছে তার কাজ একটা খেলা। খেলাটা উত্তেজনায় ভরপুর, সন্তুষ্টি আনে এবং ধর্ষনকারী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন মেটায়।

বন্ড স্ট্রীটের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দোকানের পর দোকানের শো কেসে নানান ভোগ্যপণ্য দেখতে দেখতে তার লোভ জেগেছে।

ওই পোর্টেবল কালো সেটটা কিংবা রূপো ও পাথর বসানো পেনসেটের সঙ্গে চামড়ায় মোড়া সুন্দর ব্লটার–ওগুলো তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শোকেসের দিকে না তাকিয়ে সে এগিয়ে গেল। সে জানে হিংসুক স্পাই এই মুহূর্তে তাকে ফলো করে ওপর তলায় রিপোর্ট পাঠাবে।

মোটর হর্ণের আওয়াজে মালিক ফিরে তাকায়। জাগুয়ার গাড়িটা খুব আস্তে তারই পাশে পাশে চলেছে। স্টীয়ারিং হুইলে যুবতী মেয়ে, ব্লন্ড, হাসিখুশী মুখ, বাইশ-তেইশ বছর হবে, কাঁধে পশুলোমের ষ্টোল, দুচোখে কামনার নিমন্ত্রণ, মেয়েটা বেশ্যা, মক্কেল খুঁজছে।

মালিক হাঁটতে থাকে। কিন্তু ইচ্ছে হয়, মেয়েটাকে দেখিয়ে দেয় রাশিয়ান পুরুষের পেশীবহুল শরীরের শক্তি। কিন্তু সেই স্পাই, রিপোর্ট পাঠাবে।

জাগুয়ার থামে। মেয়েটা বলে, একা কেন ডার্লিং? ফুর্তিটুর্তি হবে না?

নিঃশব্দে হাটে মালিক। সে হোটেলে ফিরে যেতে চায়। বন্ধ ঘর, জানালায় পর্দা, তালাবন্ধ দরজা-ঘরের ভেতরে কেউ নেই, সেখানে সে নিরাপদ।

পিকাডিলী পৌঁছতেই তার হাতঘড়িটা দপদপ করে ওঠে। দেখতে ঘড়ির মতো হলেও ওটা ইলেকট্রনিক পালসার-মালিককে সংকেত পাঠানোর জন্য। এই মুহূর্তে মলিককে ওদের দরকার। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে ওঠে মালিক।

মালিক বার্কলি হোটেলের বুথে ঢুকে ফোন তোলে, হ্যালো?

চার দুই ও ছয় যোগ করলে বারো হয়, নিজের সাংকেতিক আইডেন্টিটি কোড বলে মালিক।

এমার্জেন্সী। তুমি এই মুহূর্তে প্যারী যাবে। আটটা চল্লিশের ফ্লাইটে সীট বুক করা হয়েছে। তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এস। লা বুর্জা বিমানবন্দরে এস তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

এয়ার টার্মিনালে মালিকের স্যুটকেস, টিকিট ও ৩০০ ফরাসী ফ্র্যাঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করছে সোভিয়েত রাশিয়ার আর এক এজেন্ট দ্রিনা।

স্মারনফ বলেছে, ডিউটি-ফ্রি কিছু সিগারেট নিয়ে গেলে ভালো হয়–এই মোটা অগোছালো পোয়কের লোকটা স্পাই হিসেবে বিশেষ কাজের নয়। মালিক ব্যর্থতাকে ঘেন্না করে। লা বুর্জা এয়ার পোর্টে পুলিশ কোন ঝামেলা করে না। তার জাল পাসপোর্টে দেখানো হয়েছে সে মার্কিন নাগরিক। স্যাভ আমেরিকান এই ট্যুরিস্ট ফ্রান্সে ডলার খরচা করতে এসেছে।

রিসেপশন হলে অপেক্ষা করছে সোভিয়েত স্পাইচক্রের ফরাসী শাখার প্রধান বোরিস স্মারনফ। ওকে দেখে মালিক খুশী হয়। লোকটা চতুর, নির্মম এবং মানুষ খুন করতে

ওস্তাদ। ওর জীবন দর্শন হলো : যে কাজ সম্ভব, তা তো হবেই। যে কাজ অসম্ভব তা চেষ্টা করে করতে হবে।

একটু আগেই এয়ারপোর্টের সামনে ছোটখাটো একটা মারদাঙ্গা হয়ে গেছে। এয়ারপোর্টের বেড়ার বাইরে হয়তো লন্ডন থেকে প্লেন আসার অপেক্ষায় এক নির্বিবাদী লোক ছিল। আচমকা তিন দিক থেকে তিন জন বীটনিক ছোকরা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ কিছু বুঝবার আগেই ওদের একজন গাটাপার্চায় ঢাকা ধাতুর কোন বার করে লোকটার মাথায় মারে। পুলিশ আসার আগেই ওরা কেটে পড়ে। লোকটাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

লোকটা বৃটিশ স্পাই সংগঠন এম. আই. সিক্স-এর একজন এজেন্ট। রাশিয়ান স্পাই মালিক লন্ডন থেকে প্যারী আসছে জেনে সে নজর রাখতে এসেছিল।

বরিস স্মরনফের আদেশ ওকে মারধোর করা হয়েছে যাতে আর কেউ মালিকের ওপর নজর না রাখে।

সিগারেট এনেছো? হ্যান্ডশেক করার সময় স্মারনফ বলে।

বিষ খেতে চাও, নিজে খাও, আমি কেন বিষ জোগাবো?

তুমি নিজের জন্য ছাড়া অন্য কারোর কথা ভাবো না। আমি কখনো তোমাকে কারোর উপকার করতে দেখিনি।

গাড়িতে বসে ফ্রাসঁ-মাতিঁ ম্যাগাজিনটা স্মারনফ মালিকের হাতে তুলে দেয়।

শরীরে উল্কির দাগ,
আপনি কি এই মহিলাকে চেনেন?

আমেরিকান হাসপাতালে এই মেয়েটি আছে। খুব সম্ভব ও ক্যুনিস্ট চীনের রকেট বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ফোং হো কুং-এর প্রাক্তন রক্ষিতা। ওকে হাসপাতাল থেকে কিডন্যাপ করে আমরা ম্যালমেইসের একটা বাড়িতে নিয়ে যাবো। অপারেশনের ইনচার্জ তুমি। মেয়েটা কে, মার্কিনীরা সন্দেহ করছে। ওরা হাসপাতালে সান্ত্রীর পাহারা রেখেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হয়তো মার্কিনীরা ওকে এমন কোথাও নিয়ে যাবে, যেখান থেকে ওকে কিডন্যাপ করা শক্ত হবে। ওদের ধারণা, ও ফেং হো কুং-এর ব্যাপারে দামী খবর জানে।

অ্যাকশন পছন্দ করে মালিক। হাসপাতালে মার্কিন মিলিটারী পাহারা, তারই মধ্য থেকে একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করা–এই ধরনের দুঃসাহসিক কাজই তার পছন্দ।

স্মারনফ বলে, হাসপাতালের সামনে আমার একজন এজেন্ট রেখেছি। সব থেকে সোজা রাস্তা হাসপাতালে ঢুকে মেয়েটাকে নিয়ে আসা। একজন মার্কিন জেনারেল একই তলায় ভর্তি আছে। আমার কাছে মার্কিন ফৌজের জীপও আছে, ইউনিফর্ম আর অ্যাম্বুল্যান্সও আছে। আইডিয়াটা কেমন?

বরিস, তোমার ভাবনা চিন্তার ধরন আমার মতো। প্ল্যানটা চমৎকার, এতেই কাজ হবে।

স্মারনফ হেসে বলে, না, প্ল্যান পছন্দ হলে দায়িত্ব তোমার।

বরিস, তোমার কোন উচ্চাশা নেই?

না, তোমার আছে নাকি?

বোধ হয় না।

ম্যালমেইসোয় নিয়ে যাবার পর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মেয়েটার দেখাশোনা কে করবে?

মেয়েটা খুব সুরৎ। ওকে দেখতে পারলে খুশীই হতাম। কিন্তু চীফ কোভস্কা কাজটা দিয়েছে মারনা ডোরিনস্কাকে।

এই কুত্তীটা প্যারিসে কি করছে?

ও প্রায়ই এখানে আসে। লোকে বলে ও আর কোভস্কা—

কে বলে? মালিক ধমক দেয়।

তুমি জানো না?

জানি, কিন্তু ওই নিয়ে কথা না বলাই ভালো।

দুজনেই হেসে ওঠে। ততক্ষণে গাড়ি প্যারীর রুশ দূতাবাসের সামনে থেমেছে।

*

আবার সি. আই. এ.

সিয়ার প্যারী শাখার ডিরেক্টর জন ডোরি বিকেল চারটে চল্লিশ মিনিটে আমেরিকান হাসপাতালে ঢুকলো। কিন্তু সত্যি সত্যিই চীনা রকেট বিশেষজ্ঞ ফেং হো কুং-এর নামের আদ্যাক্ষর কিনা আগে জানা দরকার।

মার্কিন দূতাবাসের চাইনিজ এক্সপার্ট নিকোলাস উলফার্টকে খুঁজে বার করতেই সময় নষ্ট হয়েছে। উলফার্ট একদিন ছুটি নিয়ে আবোয়াস-এ ওর ছোট্ট এস্টেটে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তাকে খুঁজে হেলিকপ্টারে প্যারী নিয়ে আসতে–মূল্যবান চারঘণ্টা সময় নষ্ট। উলফার্টের সঙ্গে দূতাবাসের সেরা ফটোগ্রাফার জো ভজকেও সঙ্গে এনেছে ডোরি।

ডোরি বলে, ডক্টর, গোটা ব্যাপারটা টপ সিক্রেট, মেয়েটাকে খুন করার চেষ্টা হতে পারে। বিশ্বস্ত কাউকে দিয়ে ওর খাবার তৈরী করাতে হবে এবং তোমার বিশ্বস্ত নার্স ছাড়া কেউ ওর কাছে যাবে না। আমি ফটোগ্রাফার এনেছি, ওর উল্কির দাগগুলোর ফটো তুলবে।

তার মানে? ডাক্তার ভুরু কোচকায়, উল্কির দাগ মেয়েটার পাছায়। অচেনা একটা লোক তুলবেনা, আমি তা হতে দিতে পারি না।

ডোরি কর্কশ স্বরে বলে, ফটো আমার চাই, আর ফটোগুলো প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠাতে হতে পারে, বুঝেছো ডাক্তার? পেন্ট্যাথল ইনজেকশন দিয়ে তোমার রোগিণীকে ঘুম পাড়িয়ে তারপর ছবি ভোলা হোক। আমার চাইনিজ এক্সপার্ট ওর উল্কির দাগগুলো দেখবে। জলদি করো–

ব্যাপারটা যখন জরুরী, মিনিট দশেক পরে তোমার লোক যেতে পারে।

ফাইন। মেয়েটা কি অভিনয় করছে? স্কোপোলাসিন ইনজেকশন দিয়ে দেখলে হয় না?

তাতে অভিনয় করলে ধরা পড়ে যাবে সত্যি। কিন্তু স্মৃতিভ্রংশ হলে, স্মৃতি ফিরতে অনেক দেরী হবে।

চাইনিজ এক্সপার্ট উলফার্ট ঘরে ঢোকে। বয়স ছেচল্লিশ, কিন্তু বাচ্চা ছেলের মতো লালচে ফর্সা রং–মাথায় টাক, বেশ মোটাসোটা।

ওয়েল? ডোরি উঠে দাঁড়ায়।

এই মেয়েটাই কুং-এর রক্ষিতা ওলসেন।কুং-এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ওর স্বাক্ষরের প্রতিলিপি অনেকবার দেখেছি। ভুল হতে পারেনা।বিশেষ ধরনের উল্কি–বিশেষ রঙে- নকলকরা অসম্ভব ব্যাপার।

উলফার্ট চীনাদের ব্যাপারে উঁচুদরের বিশেষজ্ঞ। খুব চতুর আর্টিষ্ট হয়তো এই ধরনের উল্কি নকল করতে পারে। আমি আমার পেনশন বাজি রেখে বলতে পারি, এই মেয়েটাই কুং-এর রক্ষিতা।

টিম, আমি ওয়াশিংটনে খবর পাঠাচ্ছি। ওদের অর্ডার না পেলে কিছু করা যাবে না। আমি এমব্যাসীতে ফিরে যাচ্ছি।

নিশ্চিন্তে থাকুন স্যার। মেয়েটা এখানে নিরাপদেই থাকবে।

কিন্তু ক্যাপটেন ও'হ্যালোরান জানে না যে সোভিয়েত রাশিয়ার সেরা স্পাই মালিক ততক্ষণে প্যারীতে পৌঁছে গেছে। মালিকের ওপর নজর রাখার জন্য যে ব্রিটিশ স্পাই মার খেয়েছে তার জন্য ব্রিটিশ পাই সংগঠন এম. আই. সিক্সের প্যারী শাখার বিভাগীয় ডিরেক্টর এতো রেগেছেন যে সোভিয়েত রাশিয়ার বিপজ্জনক স্পাই যে অরক্ষিত অবস্থায় প্যারীর রাস্তায় ঘুরছে এই খবরটা ও হ্যালোরানকে দিতেই ভুলে গেলেন। মালিক প্যারীতে ঘুরছে শুনলে ও'হ্যালোরানকে আরো সাবধান হতে হতো মেয়েটার ব্যাপারে।

করিডরে অটোমেটিক রাইফেল হাতে প্রহরারত সান্ত্রী ক্যাপটেন যথেষ্ট ভাবলো।

*

কমুনিষ্ট চীনের পেশাদার খুনী

সন্ধ্যে ছটার পর পরে পাতলা রোগা চেহারার এক ছোকরা সাদু মিচেলের দোকানে ঢুকলো। হাতে ছোট্ট পুরনো সুটকেশ, কোনাগুলো ধাতু বাঁধানোযে সুটকেশ ক্যানভাসাররা ব্যবহার করে। গায়ের রঙ মরা ও পচা মাছের মত, কালো চোখ দুটো যেন কাউকেই বিশ্বাস করে না।

দেখতে পঁচিশ-তিরিশ মনে হলেও ওর বয়স মাত্র আঠারো। ওর চলাফেরা দ্রুত ও কুটিল। নাম জো জো চ্যাডি।ওর জন্ম মার্সেইয়ে। সমুদ্রের ধারে জাহাজীক্যাপ্টেনদের মেয়েমানুষ সাপ্লাই করতে জো জোর বাবা। জো জোর মা কে কেউ জানে না। দশ বছর

বয়সে জো জো ওর বাবাকে হারায়। ছোকরার তাইতেই হাড়ে বাতাস লাগে। এক নিগ্রো দেহজীবিনীর চামচে হয়ে মন্দ কামাতো না।

জো জো কিছু পয়সা জমিয়ে প্যারীতে আসে। সে ভেবেছিল মস্তানি বদমাইসির পক্ষে প্যারীই ঠিক জায়গা। কিন্তু তা নয়, বার কয়েক অ্যারেস্ট হয়ে পুলিশের আড়ং ধোলাই খেয়ে সে চীনে। রেস্তোরাঁর দাদাবনে যায়। ক্যুনিস্ট চীনের স্পাইচক্রের প্যারী শাখার প্রধান ইয়েৎসেনের এজেন্ট যে মেয়েটি জো জো ওর সঙ্গে আশনাই জমায়। মেয়েটা বুঝতে পারে, এই রোগা শয়তান ছেলেটা তাদের প্রয়োজনের অস্ত্র হতে পারে। ইয়েৎসেন জো জো-কে ট্রেনিং ও মালকড়ি দেয়। এক বছরের মধ্যে জো জো এখন ওদের স্পাইচক্রের পেশাদার খুনী।

যত বিপজ্জনক ও নোংরা কাজ হোক, সে যেকোন কাজ করতে রাজি আছে, মালকড়ির । বদলে। তার জীবনদর্শন, যতো মাল ছাড়বে তত মাল কামাবো। বিপদের ঝক্কির কথা ভাবাই বেকার।

পার্ল কুও অদ্ভুত ধরনের ফুলকাটা টুপি পরা মার্কিন মহিলাকে জেড পাথর বেচছিল। জো জো-কে ও চেনে। পার্ল ভাবছিলো এতোদিনে সাদু স্পাইচক্রে সত্যিকারের কাজে নামতে চলেছে।

মার্কিন খদ্দেররা যাবার পর পার্ল জো জোর দিকে তাকিয়ে হাসে। সাদু তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, এদিকে এসো।কাঁচের কাউন্টারের পেছনের দরজাটা খোলে। সাদু মিচেল একটু আগে পার্লকে সব খুলে বলেছে।

ইয়েৎসেন এই মেয়েটাকে খুন করতে বলেছে। সাদুর ফ্যাকাশে মুখ, তার মানে মার্ডার! আমি কি করবো?

ডার্লিং, খুন করবে অন্য লোক, তুমি শুধু ব্যবস্থা করবে। সাদু,কমিউনিস্টচীনের স্বার্থে কাজটা তোমাকে করতেই হবে। তুমি কথা না শুনলে আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো আর ইয়েৎসেন তোমাকে খুন করবে। কিন্তু কাজটা ওরা আমাকে করতে বললে আমি খুশী হয়ে করতাম। ওরা তোমাকে বেছে নিয়েছে বলে তোমার গর্ব করা উচিত।

এবার সাদু গর্বের ভাব দেখাচ্ছে। সে মার্কিনীদের ঘেন্না করে। ওরা তার ক্ষতি করেছে। সুতরাং এটা মার্ডার নয় প্রতিশোধ।

বসো জো জো, তুমি ওই মেয়েটাকে খুন করবে। আর কাজটা যেন ঠিকভাবে হয়।

জো জো ছোট্ট সুটকেশটা হাঁটুর উপরে রেখে বসে। ওর শরীর থেকে ঘাম আর ময়লার গন্ধ ভেসে আসে। সাদু নাক কুঁচকিয়ে, প্রথমে আমাদের জানতে হবে। মেয়েটা হাসপাতালের কোন ঘরে আছে। তারপর দেওয়াল বেয়ে তোমাকে উঠতে হবে। পারবে তো?

এটা তোমার প্রথম কাজ বুঝি? তুমি শুধু গাড়ি চালাবে, ডিটেলস আমর ওপরে ছেড়ে দাও। তুমি নাম কিনবে, আমি টাকা পাবো। দুজনেই খুশী

তুমি আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলছে?সাদুরাগে লাল হয়ে উঠে দাঁড়ায়, আমি যা বলবো তোমাকে তাই করতে হবে।

সাদু...প্লীজ, কাজটা ওর ওপরেই ছেড়ে দাও।

পার্লের দিকে লোভী চাউনি হেনে সুটকেশ থেকে পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ অটোমেটিক ও সাইলেন্সর বার করে জো জো।

পিস্তলের নলে সাইলেন্সর এঁটে সে পিলটা ট্রাউজারের ভেতরে কোমরবন্ধনীর নীচের হলাটারে রাখে।

পিস্তল, সাইলোর, পেশাদার খুনীর নিপুণ কাজ দেখে সাদু স্তব্ধ হয়ে যায়।

জো জো বলে, আমরা এখন হাসপাতালে যাবো, পাছায় উল্কি আঁকা মেয়েটা কোন তলায় কোন ঘরে আছে আগে জানতে হবে।

সাদু, পার্ল বলে, ও যা বলছে, তাই করো, ও পেশাদার খুনী। ওর সঙ্গে কাজ করলে তোমার অভিজ্ঞতা বাড়বে।

সাদুর স্পোর্টসকার চলে যাওয়ার পর পার্ল ধূপকাঠি জেলে হাঁটু গেড়ে বসে ওদের সাফল্যের জন্যে প্রার্থনা করে।

*

মার্ক গারল্যান্ড কোথায়?

এয়ারপোর্টে মালিক স্মরনফের সঙ্গে কথা বলছে। সেই সময় ওয়াশিংটন প্যারীর সিয়া-চীফ ডোরিকে তার প্ল্যানমাফিক কাজ করার অনুমতি দিল।

সি.আই.এ. ও এফ.বি.আই.-এর দুই সর্বাধিনায়ক তার প্রস্তাবটা ভেবে দেখেছে। ওরা এখুনি প্রেসিডেন্টকে খবর দিতে চায়নি। তবে অপারেশনের গুরুত্ব এরাও স্বীকার করেছে।

ডোরির বড়কর্তা ফোনে বলেছে :

জন, ব্যাপারটা আমি তোমার ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। প্রথম দিকের খরচাটা কোন অজুহাতে দেখানো যাবে। ব্যাপারটা এখনও আনঅফিসিয়াল থাক।

ডোরি মনে মনে খুশী হয়। ইচ্ছে মত ডোরি টাকা খরচ করতে পারবে। কারোর কাছে। জবাবদিহি করতে হবে না।

আটটা বাজছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সেরা স্পাই মালিক প্যারীতে পৌঁছেছে। আমেরিকান হাসপাতালের বাইরে স্পোর্টসকারে কম্যুনিষ্ট চীনের স্পাইচক্রের পেশাদার খুনী জো জো চ্যাডি ও তার সাকরেদ সাদু মিচেল বসে আছে।

কুং-এর প্রাক্তন রক্ষিতা এরিকা ওলসেনকে পেন্ট্যাথাল ইনজেকশনের দরুণ ঝিমিয়ে রাখা হয়েছে।

মার্কিন ফৌজী সান্ত্রী উইলি জ্যাকসন অটোমেটিক রাইফেল কাঁধে এরিকার ঘরের বাইরে টহল দিচ্ছে।

সিয়ার ডিভিশনাল ডাইরেক্টর জন ডোরি ক্যাপটেন ওহ্যালোর্যানকে ফোন করে—

টিম...মার্ক গারল্যান্ডকে মনে পড়ে?

গারল্যান্ড? ও তো রোসল্যান্ডের হয়ে কাজ করতো তাই না?

ইয়া, ও এখন প্যারীতেই আছে। রু দ্য সুইসে ওর স্টুডিও। এক ঘণ্টার মধ্যে ওকে নিয়ে এসো–

এক সেকেন্ড স্যার, মার্ক গারল্যান্ড মারদাঙ্গায় ওস্তাদ। ও যদি আসতে না চায়—

দুজন ভালো এজেন্ট পাঠাও। এক ঘণ্টার মধ্যে আনতে হবে।খুশী হয়ে ফোন রাখে ডোরি।

মার্ক গারল্যান্ড।

চালু, ঠগ, জোচ্চোর, জীবনে দুটো ধান্দা : মেয়েদের সঙ্গে ভাব করা, আর মালকড়ি কামানো।

মার্ক গারল্যান্ড!

দুনিয়ার সেরা পেশাদার স্পাই। ডোরির এই ঝামেলাটা মার্ক গারল্যান্ডই সামলাতে পারে। গারল্যান্ড রাজি হবে তো?

২. দুনিয়ার সেরা স্পাই মার্ক গারল্যান্ড

রু দ্য সুইসের পুরোনো বাড়ির আটতলার ওপরে এক বিশ্রী ঘরে সন্ধ্যেটা একা কাটাতে মার্ক গারল্যান্ডের ভালো লাগছে না। পকেটে আছে মোটে আট ফ্র্যাঙ্ক বাহাত্তর সেন্তিমে। বিশ্বাস করা যায় না তিনমাস আগেও আমার অ্যাকাউন্টে পাঁচ হাজার ডলার ছিল।

গারল্যান্ড ভাবছে, কেন যে বেওকুফের মতো তিনটে বাজে রেসের ঘোড়ায় অত টাকা ঢালতে গেলাম।

রবার্ট হেনরী ক্যারীর সেই ব্যাপারটার পরে...

গারল্যান্ড ভেবেছিল স্পাইগিরি উজবুকদেরই কাজ। তাই সে ডোরিকে বলেছিল, জাহান্নামে যাও।

পাঁসনে চশমার কাঁচের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বুড়ো জন ডোরি তাকে বলেছিল, মার্ক গারল্যান্ড। তোমার মত লোক দিয়ে আমার চলবে না। কাজের ব্যাপারটাকে তত গুরুত্ব দাও না।

মার্ক গারল্যান্ড হেসেছে, তোমার চামচা রোসল্যান্ড–তার আত্মার সদগতি হোক হারামজাদা আমাকে দিয়ে ফুটো পয়সার বদলে যেসব নোংরা কাজ করিয়ে নিয়েছে–ভাবলে আমার–তাই সিয়ার হয়ে কাজ করেছিলাম। গুডবাই ডোরি।

গত দুমাস স্ট্রীট-ফটোগ্রাফার হিসেবে কোন মতে গারল্যান্ডের দিন গুজরান চলেছে। পোলারয়েড ক্যামেরা নিয়ে সে অলিতেগলিতে ওঁৎ পেতে থাকে। প্যারীতে কোন নতুন মেয়ে দেখলেই ফটো তোলে। তারপর প্রিন্টটা দেখিয়ে দশ ঐ আদায় করা এমন কি শক্ত ব্যাপার?– গারল্যান্ড পটালে মেয়েদের সঙ্গে তার ভাব জমানো কিছু ব্যাপার নয়। অনেক সময় ট্যুরিস্ট মার্কিন মেয়েরা মার্ক গারল্যান্ডের পেছনে পেছনে তাঁর ফ্ল্যাটে ঢোকে।

কিন্তু আজকের দিনটা একদম ফাঁকা গেছে। যদি বা দুটো মোটা মার্কিন টুরিস্ট মেয়ের ফটো তুলেছে, ফটোর বদলে কুড়ি ফ্রা চাইতেই ওরা পুলিশ ডাকবে বলেছে।

মার্ক গারল্যান্ড, দোহারা দীঘল চেহারার, শ্যামলা-রং। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, রেডিওর নব ঘোরাতে যায় মার্ক। তখনই কলিংবেল বাজে। সে দরজার ফুটোতে দেখে দুজন ফৌজী রেনকোট আর টুপি পরিহিত, হয়তো আইডেন্টিটি কার্ড চেক করতে এসেছে। এর মধ্যে সি, আই, এ, থেকে কেউ আর আসেনি। হয়তো ডোরির হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। হয়তো আমার নামে কিছু রেখে গেছে।

দরজা খুলতেই দুজন বিরাট চেহারার লোক গারল্যান্ডকে ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢোকে।

মার্ক গারল্যান্ড একজনকে চেনে। লোকটা সিয়ার ক্যাপটেন ওহ্যালোরানের আড়ংঘোলাই স্কোয়াডের মাস্তান। নাম ব্রুকম্যান্।

দারুন নিষ্ঠুর, এবং স্যুটিং-এ নিখুৎ হাত। ছোকরার আত্মবিশ্বাস দারুণ মনে হচ্ছে, জুতোর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে যেন এক্ষুনি বক্সিং-এর রিং-এ লাফিয়ে পড়বে। বালির রঙের চুল, সমতল মুখ, বরফ-ধূসর চোখ, জাতে নিশ্চয়ই আইরিশ।

কোট পরে নাও। তোমাকে দরকার আছে, রুক্ষ গলায় বলে ব্রুকম্যান।

শুনে খুশী হলাম, কার দরকার? নিশ্চিন্তে পিছিয়ে যায় গারল্যান্ড।

কান্ অন্। ও'ব্রায়েন, সেই আইরিশ ফৌজী ছোকরা ধমক দেয়, তোমার জবাব দিতে আসিনি।

মাথা গরম করোনা। ঠাণ্ডা মেজাজে বলে গারল্যান্ড, আমি যাচ্ছি।

ওয়ার্ডরোব থেকে খাটো সাদা রেনকোটটা তুলছে মার্ক গারল্যান্ড, লোক দুটোর দিকে পেছন ফিরে ও কোর্টের পকেটে হাত ঢুকিয়েছে...।

ডোন্ট মুভ!!!

–হঠাৎ ঘুরেছে মার্ক গারল্যান্ড। তার হাতে অ্যামোনিয়া গান।

লোক দুটো থমকে দাঁড়ায়। ওদের চোখ জ্বলছে। ওরা বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে আছে। গারল্যান্ড টিগারে হাত রাখলে কি হতে পারে, ওরা ভালো করেই জানে।

মেজাজ সামলে, বলে সিয়ার আড়ং ধোলাই স্কোয়াডের এজেন্ট অস্কার ব্রুকম্যান।

জবাবে গারল্যান্ড হাসে, ইউ বিগ ব্লাস্টারিং সনস্ অফ বীচেস! আমি ঘেন্না করি। মানুষকে মেরে তোরা মজা পাস? গেট আউট। তোরা বাইরে না গেলে আমি গুলি করবো!

সঙ্গে সঙ্গে ব্রুকম্যানের হাতের জোরালো থাপ্পড় ও'ব্রায়েনের মুখে এসে পড়ে। লোকটা পিছু হাটে।

শাট আপ! সহকর্মীকে সামলাচ্ছে ব্রুকম্যান। ও জানে, গারল্যান্ড যাবলে ,কাজেও তাই করে।

ব্রুকম্যান দাঁত বার করে হাসে। আমি শুনেছিলাম তুমি ভাল হয়ে গেছে। মারদাঙ্গায় আগের মতোই আছে দেখছি।

ও' ব্রায়েনকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ব্রুকম্যান। লাথি মেরে দরজা বন্ধ করে সিয়ার ডিভিশিন্যাল ডিরেক্টর ডোরিকে ফোন করে।

.

গারল্যান্ড তোমাকে কাজ দিতে চাই, ডোরির স্বর এখন নরম ও মসৃণ, তুমি অনেক টাকা পাবে। তাছাড়া একটা মেয়ে...

পকেটে আট ফ্রাঁ বাহাত্তর সেন্তিমে আছে, গারল্যান্ড ভেবে দেখে।

মালকড়ি কত ছাড়বে?

দশ হাজার ফ্রা^।

ডোরি, তুমি মাল টানছে না তো? পরে বলবে, মদের ঘোরে কি বলছ। মেয়েমানুষটি দেখতে কেমন?

সুইডিশ, যুবতী; ব্লন্ড, রূপসী।

গারল্যান্ড হেসে, তাহলে তো কাজটা আমাকে নিতে হয়।

এই মেয়েটা যদি কম্যুনিষ্ট চীনের রকেট, পরমাণুবিজ্ঞান ও দুরপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী কুং-এর রক্ষিতা এরিকা ওলসেন হয় ও কুং-এর ব্যাপারে অনেক গোপন খবর আমাদের জানাতে পারবে। চীনে জোর খবর নতুন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে কুং। গুজবটা সত্যি কিনা, তাছাড়া কুং-এর ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারেও আমরা অনেক কিছু জানতে চাই।

আমাকে কি করতে হবে?

মেয়েটা অ্যামনেশিয়ায় ভুগছে, স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। তুমি বলবে তুমি ওর স্বামী। প্রমাণ চাইলে তোমার ম্যারেজ সার্টিফিকেট তৈরী রেখেছি। জাল পাশপোর্টে ওর নাম আছে মিসেস এরিকা গারল্যান্ড। তুমি ধনী ব্যবসায়ী, ফ্রান্সের দক্ষিণে ছুটি কাটাতে এসেছে। ব্যবসার কাজে তুমি প্যারীতে এলে তোমার বউ নিখোঁজ হয়। তারপর মার্কিন হাসপাতালে খোঁজ পেয়ে তাকে নিতে আস। ওখানে তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকবে

ইয়া। যদি স্মৃতি ফিরে আসে, তবে ও আমাকে ওর স্বামী সেজে এতদিন ওর পাশে শোয়ার ব্যাপারে আমাকে বদমায়েস, হারামী ভাববে না–

পয়লা নম্বর হারামি সাজার জন্যে তুমি দশ হাজার ডলার পাবে।

এজ-এর ভিলাটা কার?

আমার। ওখানে আর কেউ নেই। ফাঁকা জায়গায় বাড়ি, নিরাপদ, আরামদায়ক।

ওয়েল। মালকড়ি বেশ কামাচ্ছো। নইলে নিজের ভিলা।

কাজটা তুমি করবে তো? :

তোমার চামচা রোসল্যান্ড আমাকে বলেছে, তুমি তিলে খচ্চর। এই সুইডিস যদি ধুমসী হয়, দশ হাজার ফ্রাঙ্ক পেলেও আমি মোটা মেয়ের সঙ্গে শুতে পারবো না।

জন ডোরি একটা ফটো বার করে বলে, তোমাকে একটা মেয়েলি পাছার তিনটে উল্কি আঁকা চীনা অক্ষরের ফটো দেখাবো।

খুশী হয়ে, চলবে। ওপরটা তেমনি সুন্দর তো?

জবাবে ডোরি পাশপোর্টটা খুলে মেয়েটির ফটো দেখায়।

বেশ চুক্তি হয়ে গেল। কখন যাবো?

তোমার জন্যে ২০২ মারসিডিজ মডেলের গাড়ি তৈরী, এখুনি যাবে। এই নাও তোমার কাগজপত্র।

মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

ফ্রাসঁ-মাতিঁ ম্যাগাজিন খবরটা ছেপেছে। সাবধানে থেকো

জানতাম, ঝামেলা তো থাকবেই।

দু হাজার এখন দেবো। বাকিটা পরে

বড়লোক ব্যবসায়ী সাজতে হলে খরচা হবে। খরচখরচার জন্য কিছু

পাবে না। যা দরকার, আমার চাকর ডায়ালো তোমাকে দেবে। দরকার মতো সে আমার অ্যাকাউন্টের টাকা তুলবে। তুমি না, বুঝেছে গারল্যান্ড

আমাকে তুমি এতো বিশ্বাস করো–

ছোট একটা রেডিও-পিল দেবো। আঙুরের বীজের মতো সাইজ। মেয়েটাকে গিলিয়ে দিও। ওর শরীরের ভেতরের গরমে এটা চালু হলে একশো কিলোমিটারের মধ্যে বিশেষ ধরনের র‍্যাডার রিসিভারে ধরা পড়বে। সুতরাং ও নাগালের বাইরে গেলেও ওকে ফের ধরা যাবে। তুমি পিলটা তোমার বুড়ো আঙ্গুলের নখের নীচে রেখো

তার মানে ঝামেলা বাঁধবেই।

বাঁধতে পারে। আমার এজেন্ট তোমার দিকে নজর রাখবে। একবার মেয়েটাকে নিয়ে এজ এর ভিলায় উঠতে পারলেই তুমি নিরাপদ।

.

ফোন রেখে মার্ক গারল্যান্ড নীচে নামছে। মাঝপথে ও থামে। সিয়ার মারদাঙ্গা স্কোয়াডের দুই এজেন্ট ব্রুকম্যান আর ও'ব্রায়েন উঠে আসছে। দুটো লোকই ওর দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে।

তোমাদের বুরবক্ বড়কর্তার সঙ্গে ফোনে কথা হলো। আমি নাকি হঠাৎ ভি. আই, পি বনে। গেছি?

ও'ব্রায়েনের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

গারল্যান্ড, তোমার মতো বেজন্মা শয়তানদের আমি পছন্দ করিনা। তুমি আমার পাল্লায় পড়লে পেদিয়ে টিট করে অ্যাকশন কাকে বলে বুঝিয়ে দেবো।

অস্কার, তোমায় ক্ষুদে দোও মাস্তান মনে হচ্ছে?ফ্রকম্যানের দিকে তাকায় গারল্যান্ড, ওকে সামলাও। নইলে বেচারা মারধোর খাবে।

ব্রুকম্যান বলে, ওঃ, ঝামেলা বন্ধ করো।

পকেট থেকে রুমাল বার করে গারল্যান্ড নাক ঝাড়তে গিয়ে রুমালটা মেঝেতে পড়ে ও কুড়োতে যায়।

হঠাৎ ও'ব্রায়েনের ট্রাউজারের পা দুটো ধরে ওপর দিকে গারল্যান্ড টানে। একটা চাপা আর্তনাদ করে সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়ে। ওর পিঠটা কাঠের রেলিং-এ ধাক্কা খায়, রেলিং ভেঙ্গে নীচের তলায় ছিটকে পড়ে ও' ব্রায়েন। ও'ব্রায়েন সামান্য নড়ে স্থির হয়ে যায়।

চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে : ভাঙা রেলিংয়ে ঝুঁকে সহকর্মীকে দেখে ব্রুকম্যান।

য়ু ক্রেজী বাস্টার্ড! লোকটা যদি মরে যায়...।

মস্তানরা সহজে মরে না, খুশ মেজাজে বলে গারল্যান্ড।

ব্রুকম্যানের হ্যাটটা ধরে টুপিটা ওর চোখের ওপর চেপে ধরে।

খিস্তি করে পিছিয়ে যাচ্ছে ব্রুকম্যান। ওর মেদহীন তলপেটে ঘুষি ঝড়ে গারল্যান্ড। লোকটা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে।

.

এসো গারল্যান্ড, কেমন আছো?

তাতে তোমার কি? ঝামেলায় না পড়লে তোমার মতো হাড়বজ্জাৎ, আমাকে ডাকে?

চেয়ারে বসে হাসছে মার্ক গারল্যান্ড, ডোরি, অফিসের বাইরে সোনালী আক্ষরে তোমার নাম? ওয়াশিংটনে কাজের লোকের অভাব পড়েছে?

ইউ ইনসোনেন্ট সন অফ এ বীচ। ডোরি হাসে, মারদাঙ্গায় তোমার এলেম আছে। তোমার অবস্থাও ভালো যাচ্ছে না। রাস্তায় ফটো তোলার ধান্দাটা

স্পাইগিরি করতে যেয়ে আলসারে ভোগার চাইতে, দুড়ীদের ফটো খেচা অনেক ভালো দশ হাজার ফ্রাঙ্ক পেলে যে কোন হারামির বাচ্চার কাজ করতে রাজি।

তোমার দুটো ধান্দাটাকা আর মেয়েমানুষ

কাজটা কি বল দেখি

গারল্যান্ডের-ধূসর চোখের দিকে তাকিয়ে ডোরি ভাবছে, শক্তসমর্থ গারল্যান্ড, একে দিয়েই হবে।

ডোরি ভাবে লোকটাকে এড়িয়ে চলি। কিন্তু ওকে কাজে না লাগিয়ে উপায় নেই

.

প্ল্যানটা ভালো স্যার। গারল্যান্ডকে বেছে নিয়ে ভালো করেছেন।

আমেরিকান হাসপাতাল থেকে ফলো করবে ও যেন বুঝতে না পরে, ঝামেলায় পড়লে সাহায্য করবে। গারল্যান্ডের গাড়ি ২০২ মারসিডিজ, রং কালো, নম্বর ৮৮৮। ও

মেয়েটাকে রেডিও পিল খাওয়াবে। তোমার গাড়িতে র‍্যাডার-স্ক্যানার থাকবে। মেয়েটা না চলে যায়। দরকার হলে ওহ্যালোরানের মাস্তানদের সাহায্য নিও। একশ ফ্র্যাঙ্কের প্যাকেট এজেন্টের দিকে বাড়িয়ে দেয় ডোরি, তুমি কখনো টাকা চাওনা। গারল্যান্ড সব সময় চায়–।

স্যার, ওই শয়তান গারল্যান্ড আমার এক এজেন্টকে মেরে ফ্ল্যাট করে দিয়েছে। মাইক ও'ব্রায়েনের কলার বোন ও পাঁজরার হাড় ভেঙেছে। ও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। গারল্যান্ড ঠেলে ফেলে দিয়েছিল–

হঠাৎ?

ও'ব্রায়েন ও ব্রুকম্যান বাড়াবাড়ি করেছিলো।

ডোরি আস্তে আস্তে বলে, সে তো মারদাঙ্গায় ওস্তাদ। তাকে মেরে ফ্ল্যাট করে দিতে পারে গারল্যান্ড..তার মানে, আমি ঠিক লোকই বেছেছি। আর খবর?

পিকিং থেকে রিপোর্ট এসেছে, ২৩শে জুন থেকে কুং-এর রক্ষিতা এরিকা ওলসেন নিখোঁজ। ঐ চেহারার মেয়ে হংকং-এ আসে। দুদিন পরে ইস্তাম্বুল। সেখানে নাম বলে, নাওমি হিল। হংকং বলছে, পিকিং থেকে আসার সময় দুটো ভারী স্যুটকেশ ছিল। কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। কোন বন্ধুর সঙ্গে থাকতে বোধ হয়? ডোরি চিন্তিত, কোন হোটেলে, বলছে না, ওখানে উঠেছিল? লাগেজ পাওয়া যাচ্ছে না।

*

কম্যুনিষ্ট চীনের গুপ্তচর

বৃষ্টি পড়ছে। আমেরিকার হাসপাতাল থেকে নার্সরা বেরিয়ে আসছে। অনেকে ছাতা খুলেছে। বলেভার্দ ভিকতর হুগো পেরিয়ে ওরা নার্সে কোয়ার্টারে যাবে।

স্পোর্টসকারে বসে কম্যুনিষ্ট চীনের দুই এজেন্ট। সাদু মিচেল ও খুনী জো জো চ্যানডি।

ওদের ধরো, জো জো বলে, এরিকা ওলসেন হাসপাতালের কোন তলায় আছে, ওরা জানে। বলল, কাগজের রিপোর্টার

কিন্তু বলবে কেন? তাছাড়া চিনে রাখতে পারে...।

ততক্ষণে নার্সদের দঙ্গল অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

হাসপাতাল থেকে দেরীতে বেরিয়েছে একটা নার্স। কাছেই বিরাট ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরী হচ্ছে।

নার্সটা অল্পবয়সী মেয়ে। শ্যামলা রং।

মাদমোয়াজেল, আমি প্যারী ম্যাচ-এর রিপোর্টার। দয়া করে বলবেন, যে সুইডিস মহিলার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, তিনি কোন ঘরে থাকেন?

ইনফরমেশন ডেস্কে জিজ্ঞেস করুন–

জো জোর ডান হাতটা ঝলসে ওঠে, গোঙানির আওয়াজ তুলে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে নার্স।

ততক্ষণে হাঁটু গেড়ে বসে নার্সের ক্যাপ খুলে মাথার চুলের মুঠো ধরে টানছে জো-জো।

চেঁচালে খুন করবো, সুইডিস মেয়েটা কোন তলার কোন ঘরে আছে বল্ মাগী...।বল মাগী, জলদি বল.... ।

১১২ নম্বর ঘর, ছতলা, মেয়েটা ভয়ে কাঁপছে। নার্সের গলা কেটে দিলে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিথর হয়ে যায় মেয়েলী শরীর।

রক্তমাখা ছুরির ফলা নার্সের ইউনিফর্মে মুছে ফেলে কম্যুনিষ্ট চীনের ফরাসী স্পাইচক্রের পেশাদার খুনী জো জো চ্যানডি।

লাইটারের আলোয় নার্সের মুখ দেখে স্তম্ভিত সাদু মিচেল।

একি? মেয়েটাকে খুন করলে?

বেঁচে থাকলে তোমাকে চিনিয়ে দিতো, চলো, সময় নষ্ট করোনা। পাইপ বেয়ে ওপরে উঠছে জো জো চ্যানডি, কার্নিশ ধরেছে। এখন ও হাসপাতালের চারতলায় পৌঁছেছে। নীচে পায়চারী করছে সাদু। অ্যাম্বুলেন্স হতে বিশাল দৈত্যাকার পুরুষ, মাথায় রূপোলী চুল, পরনে সাদা অ্যাপ্রন ডাইভারের সীট থেকে নেমে আসে।

ওসবে মন দেয়না জো জো। ওপরের কার্নিশটা দশ ফুট উঁচুতে। বৃষ্টিভেজা পিছল পাইপ। হঠাৎ হাত পিছলে যায়। একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দোলে জো-জো।

কিন্তু পাইপ বেয়ে ফুট তিনেক গড়িয়েই সে ব্যালান্স ফিরে পায়। তার কুৎসিৎ দাঁতে হাসির ঝিলিক। মৃত্যুকে ভয় পায় না জো জো। টাকার বদলে জীবনের ঝুঁকি নিতে তৈরী।

নীচে দাঁড়িয়ে সাদু মিচেল দেখছে, তার সঙ্গী জো জো চ্যানডি পাইপ বেয়ে নীচে গড়িয়ে যাচ্ছে। সে আঁৎকে ওঠে। না পড়তে পড়তে সামলে নিলো জো জো, এখন সে পাঁচতলার কার্নিশে পা রেখে ছতলায় উঠছে।

সাদুর বুকের ভেতরে হৃৎপিন্ডের ধক ধক শব্দ। আর একদল নার্স হাসতে হাসতে হাসপাতালের গেট থেকে বেরিয়ে আসছে। পাছে কেউ চিনে ফেলে, সেই ভয়ে গাড়িতে উঠে বসে। ততক্ষণে ছতলার কার্নিশে উঠে প্রত্যেকটা আলো জ্বালা জানালায় উঁকি দিয়ে এরিকা ওলসেনকে খুঁজছে পেশাদার খুনি জো জো চ্যাডি।

জো জো জানে না, যে নার্সাকে, সে খুন করেছে, সে মরার আগে মিথ্যে বলে গেছে। হাসপাতালের ছতলায় কোন মেয়ে রুগী নেই।১১২ নম্বরের কোন ঘরও নেই এই হাসপাতালে।

*

সোভিয়েত রাশিয়ার স্পাই

মার্কিন সান্ত্রী উইলি জ্যাকসন হাসপাতালের করিডোরে টহল দিতে দিতে অটোমেটিক রাইফেলটা কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে নেয়। তার হাতঘড়িতে রাত দশটা বেজে দশ মিনিট। ডিউটি দিতে হবে আরও দুঘণ্টা।

শেপ-এর হেডকোয়ার্টারে বৃষ্টির মধ্যে টহল দেওয়ার চাইতে হাসপাতালে পাহারা দেওয়া অনেক ভালো।

করিডোরে হাঁটার সময় তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে পাছা দুলিয়ে চলে গেল এক নার্স।

সান্ত্রী উইলি জ্যাকসন ডিসিপ্লিন মানে। তার উচ্চাশা আছে। তার মতে আইসেনহাওয়ার, ব্রাডলী ও প্যাটন পৃথিবীর সর্বকালের সেরা পুরুষ। কুড়ি বছর পরে সে নিজেও জেনারেল হবার আশা রাখে।

উইলি জ্যাকসনের বয়স তেইশ বছর। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, শ্যুটিং-এ নিখুঁত হাত। ওদের ব্যাটালিয়ানে উইলি বক্সিং-এ লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন, শেপ বেসবল টিমে সে সেরা পিচার।

ভালো সৈনিক হবার মত সবগুণ আছে বলেই বিপদে পড়লো উইলি।

নার্স চলে যাবার পর থেকেই ভাবছিল, ওই নার্স মেয়েটি তার সঙ্গে শুতে রাজি হলে সে কি করবে।

ঠিক সে সময় লিফটের দরজা খুলে করিডরে পা রাখলো মার্কিন ফৌজের কর্নেলের য়ুনিফর্ম পরা এক ভদ্রলোক।

ফৌজি অফিসারদের বড্ড সমীহ করে জ্যাকসন। অফিসার দেখে তার বুদ্ধি লোপ পেলো।

এই বয়সে কর্নেল হওয়ার স্বপ্ন দেখে উইলি। শক্ত সমর্থ চেহারার কর্নেলকে দেখে রাইফেল ঝড়াংঝট করে স্যালুট করলো উইলি, পুরো করিডরটা কেঁপে উঠলো।

সোলজার, তুমি এখানে কি করছো? ফৌজীকর্নেলের স্টাইলে গাঁগা করে বলে স্মারনফ।

করিডর পাহারা দিচ্ছি স্যার।

জেনারেল ওয়েনরাইট কত নম্বরে আছেন?

১৪৭ নম্বর স্যার।

তুমি জেনারেলকে পাহারা দিচ্ছো।

না স্যার। ১৪০ নম্বরের রোগিনীকে পাহারা দিচ্ছি।

অ্যাট ইজ সোলজার। ওই মেয়েটারই পাছায় উল্কির দাগ?

আমি জানিনা স্যার।

জেনারেল কেমন আছেন?

বলতে পারলাম না স্যার।

বুড়ো ষাঁড়টা কোন ঘরে আছে বললে?

জেনারেলকে কর্নেল অসম্মান দেখানোয় একটু আহত উইলি।

১৪৭ নম্বর ঘর, স্যার।

ওকে, ক্যারী অন্ সোলজার।

টানটান শরীর, ভারী পায়ে করিডর বেয়ে হেঁটে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় কর্নেলবেশি স্মারনফ।

ইউ...সোলজার!!!

স্যার।

আমার জীপে ব্রীফকেস ফেলে এসেছি। ওটা নিয়ে এসো।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো লিফটের দিকে ঘুরছিলো জ্যাকসন, আচমকা থেমে বলে :

কিন্তু স্যার, আমি পাহারা দিচ্ছি...

ইউ আর রিলিভড! আমি তো এখানে রয়েছি, তাই না? ব্রিফকেসটা নিয়ে এসো—

ইয়েস স্যার।

জ্যাকসন বোম টিপতেই লিফট উঠে আসে, অটোমেটিক লিফটে চড়ে নীচে নামে উইলি।

ড্রাইভে দাঁড়িয়ে আছে মার্কিন ফৌজী জীপ, ফৌজী ইউনিফর্ম পরা দুজন লোক কথা বলছে।

কর্নেলের ব্রিফকেস, জ্যাকসন বলে।

ওহ, ইয়া,...

তারপর সেকেন্ডের মধ্যে কি যে ঘটে গেল, পরেও ভালোমতো বুঝতে পারেনি জ্যাকসন।

একজন সান্ত্রী ওর চোয়ালে ঘুষি ঝাড়লো, হাতের মুঠোয় পেতলের ডাস্টার। জ্যাকসন পড়ে যেতেই ওর অটোমেটিক রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল অন্য সান্ত্রী।

তারপর অচেতন জ্যাকসনকে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিয়ে জীপ স্টার্ট করে।

ব্রিফকেস হাতে মার্কিন সৈনিক।...

আসল নাম কোরডাক, সোভিয়েত রাশিয়ার আর এক পাই, হাসপাতালের রিসেপশন ক্লার্কের দিকে মাথা নেড়ে লিফটে উঠলো কোরডাক।

পাঁচতলায় করিডরের সামনে পায়চারি করছে স্মারনফ।

ওয়েল।

কোন ঝামেলা হয়নি, রোগা চেহারা, শ্যামল রং কোরডাক দাঁত বার করে হাসে।

স্মারনফকে ব্রিফকেসটা দিয়ে সে অটোমেটিক রাইফেলটা কাঁধে তুলে করিডোরে টহল দিতে থাকে।

ল্যাভারারিতে ঢুকে ব্রিফকেস থেকে ডাক্তারের সাদা অ্যাপ্রন বার করে ইউনিফর্মের ওপরে পরে নেয় স্মারনফ। স্টেথোস্কোপ বার করে সে গলায় ঝোলায়, হাতে ইনজেসনের সিরিঞ্জ আর ডায়াল ভর্তি জলের মত ওষুধ–এখন করিডোরে বেঁয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওয়ার্ডের ডাক্তার।

কোরডাক, হুইল-স্ট্রোর জোগাড় করো, বলেই করিডর বেয়ে ১৪০ নম্বর ঘরের দিকে এগিয়ে যায় সোভিয়েত পাই।

১৪০ নম্বর ঘরের ম্লান আলোয় যুবতী হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। বড় বড় নীলাভ কালো চোখ দুটো স্মারনফকে দেখছে।

গুড ইভনিং, ডাক্তারের বেশে স্মারনফ বলে, এখন ইনজেকশন দেবো। রাতে ভালো ঘুম হওয়া দরকার।

*

স্পাই বনাম স্পাই

আপনি আপনার স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যেতে চান? মিষ্টার গারল্যান্ড। রিসেপশন ক্লার্কের ফোন পেয়ে নীচে এসেছে নার্স জিনি রোস্। ডক্টর ফরেষ্টার বলেছেন, আপনি আসবেন। গাড়ি আছে তো? হ্যাঁ, উনি গাড়িতে যেতে পারবেন, চলুন–

নার্সের হাসিখুশী চোখ, মুখ দেখে গারল্যান্ডের ভালো লেগেছে।

তারপর লিফটে...

মিস্টার গারল্যান্ড, আপনার স্ত্রীর পাছায় উল্কি আঁকা আপনারই আইডিয়া।

না, না, পারিবারিক ঐতিহ্য, গম্ভীর হয়ে বলে গারল্যান্ড, আমার শাশুড়ীর পেছনেও এমনি উল্কি আঁকা–

সে কি? চোখ বড় বড়ো করে বলে জিনি।

আমার বউ উল্কির জন্য দারুন গর্বিত। নজর রাখতে হয়। অন্য লোককে উল্কি দেখাতে চায়। উল্কিটা বেয়াড়া জায়গায়, বুঝতে পারছেন

আপনি ইয়ার্কি মারছেন, নার্স হেসে ওঠে।

১৪০ নম্বর ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায় গারল্যান্ড। সা

দা মোটাসোটা চেহারার ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে পেসেন্ট দেখছে।

ও, আই অ্যাম সরি, গারল্যান্ড বলে।

নার্স, এই ভদ্রলোক কে? ভারিক্কী চালে বলে ডাক্তার বেশী স্মারনফ।

অল্পদিন হলো হাসপাতালে এসেছে নার্স জিনি। এই ডাক্তারকে আগে দেখেনি। সে সাবধান হয়ে যায়।

আই অ্যাম সরি ডক্টর।

আমার স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই, গারল্যান্ড বলছে, ডক্টর ফরেষ্টার রাজি হয়েছেন।

ছায়ায় সরে সিরিজটা পকেটে পোরে স্মারন। একে কোথায় যেন দেখেছি? নিশ্চয়ই সিয়ার চীফ জন্ ডোরির কোন এজেন্ট! তার মানে ঝামেলা...।

ওকে তো ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। ও ঘুমোবে। কাল নিয়ে যাবেন

হাসপাতালে ডাক্তারকে দেবতা ভাবে। স্টেথো এবং সবজান্তা ভাব

মাফ করবেন, ডক্টর, কিন্তু বলা হয়েছিল, আজ রাতেই ওকে নিয়ে যেতে পারি

না, পারেন না, খিঁচিয়ে ওঠে স্মারনফ, কি শুনলেন না? ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। কাল সকালের আগে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

অগত্যা পা বাড়ায় গারল্যান্ড।

হঠাৎ চোখে পড়ে, সাদা কোটের নীচে ডাক্তার খাকি ট্রাউজার পরা। জুতোজাড়া ফৌজী ধরনের। এই মুখ কোথায় যেন দেখেছি? সেনেগালের মরুভূমিতে রাশিয়ান স্পাইটা আমার দিকে গুলি চালিয়েছিল...কিন্তু সে তো খতম হয়ে গেছে...

দরজা খোলে গারল্যান্ড।

ইল-স্ট্রেচার নিয়ে আসছে কোরডাক।

স্ট্রেচারের ওপরে রাইফেল।

ডোন্ট মুভ!

বিদ্যুতের চেয়েও ক্ষিপ্র কোডাক রাইফেল তুলে গারল্যান্ডের দিকে উচিয়ে ধরেছে।

নার্স জিনি মুখ খুলতেই স্মারনফের শক্ত হাত তার মুখ চেপে ধরে।

চেঁচালে ঘাড় ভেঙে দেবো, বলে ওঠে স্মারনফ।

ইউ অ্যান্ড ইউ! পিস্তলের নল গারল্যান্ড থেকে জিনির দিকে ঘোরে, একে স্ট্রেচারে তোলো। হারি আপ!

স্ট্রেচারে যুবতীকে তোলবার সময় পড়ে যাচ্ছিল গারল্যান্ড।

সাবধানে! খিঁচিয়ে ওঠে স্মারনফ।

জিনির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ওর সাহায্য নিয়ে মেয়েটাকে স্ট্রোরে তোলবার সময় জিনিকে চোখ টিপেছে গারল্যান্ড। তাতে নার্স আশ্বস্ত হয়নি।

ইতিমধ্যে....

কমুনিষ্ট চীনের স্পাই জো জো চ্যানডিও বসে নেই। ছতলার জানালা খোলা পেয়ে সবকটা ঘর খুঁজে সে বুঝেছে নার্সটা গুন্ মেরেছিল। সুইডিস রোগিনী এই তলাতে নেই।

হাতে সাইলেন্সার-সমেত পিস্তল, ছুটতে ছুটতে পাঁচতলায় নামে। এবং শব্দ শুনে পিছিয়ে আসে।

অটোমেটিক রাইফেল হাতে সান্ত্রী!

তার মানে...

সেই সুইডিস মেয়েটা এই তলারই কোন ঘরে আছে। এখন ছতলায় ফিরে পাইপ বেয়ে পাঁচ তলায় নামবে, তারপর উঁকি মেরে খুঁজে বার করবে।

সাবধানে ঝুঁকে জো জো দেখে, স্ট্রোরের ওপরে ব্লন্ড যুবতী। সস্তা স্যুটপরা লোক স্ট্রোর ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, পেছনে মার্কিন ফৌজী একটা লোক। তার হাতে ফরটিফাইভ অটোমেটিক। পেছনে নার্স, কিছু হয়েছে, আন্দাজ করে জো জো।

লিফটে যদি ঝামেলা বাঁধাও, গুলি চালাবো।

আমার ঝামেলা বাঁধাতে দায় পড়েছে, মেয়েটাকে কজা করেছে, আমার কি? গারল্যান্ড বলে।

তোমার মতো লোককে কি করে কাজ দেয় ডোরি?

ডোরি উজবুক। আমাকে ফ্যাসাদে ফেলো না।

গারল্যান্ড বলে, রিসেপসন ক্লার্ককে, বউকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি? হা নিশ্চয়, তারপর পিস্তল হাতে স্মারনফ আর রাইফেল হাতে কোরডাককে দেখে, এসব কি?

আমার বউ ভি, আই, পি, বনে গেছে। মার্কিন ফৌজের পাহারায় ওকে নিয়ে যাওয়া হবে।

স্ট্রেচার নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে যায় গারল্যান্ড ও জিনি। পেছনে স্মারনফ ও কোরডাক। অ্যাম্বুলেন্সের সামনে সোভিয়েত স্পাই মালিককে দেখে চমকে ওঠে গারল্যান্ড।

কমরেড মালিক, আমি ভেবেছিলাম, কমাস আগেই খতম হয়ে গেছ

আমি অতো সহজে মরি না। গেট ইন্ অ্যান্ড শাট আপ।

তারপর নার্স জিনির দিকে তাকিয়ে

তুমিও ওঠো।

নার্সকে ওঠার জন্য হাত বাড়িয়েছিল গারল্যান্ড, জিনি ওকে পাত্তা না দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসলো।

ড্রাইভিং-সীটে স্মারনফ ও কোরডাক। অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে গারল্যান্ড, জিনি, স্ট্রেচারে রোগিনী এবং রাশিয়ার সেরা স্পাই মালিক।

আহ! তার মানেই ঝামেলা

র‍্যাডার স্ক্যানার অন্ করলো কারম্যান। তার মানে গারল্যান্ড সুইডিস মেয়েটাকে রেডিও পিল খাইয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স যখন পৎ দ্য নাঈর পেরিয়ে ছুটে চলেছে, তখন নিরাপদ দূরত্বে, ফলো করে চলেছে কারম্যানের থ্রি পয়েন্ট এইট জাগুয়ার মডেলের গাড়ি।

গাড়িতে বসে সাদু মিচেলও দেখেছে। ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি।

পাখী উড়ে গেছে, সাদুর সহকর্মী জো জো চ্যানডি বুঝেছে। সে নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ব্যর্থতাকে ক্ষমা করে না কম্যুনিস্ট চীনের স্পাইচক্রের হর্তাকর্তা ইয়েৎ-সেন। পিস্তল থেকে সাইলেন্সার খুলে পকেটে রাখে। তারপর নীচে নামে। লিফটের খাঁচা থামাতেই একটা ছায়া তীরবেগে ক্লার্কের পাশ দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ছুটে যায়। সে চমকে ওঠার আগেই জো জো সাদুর গাড়িতে উঠে বসেছে।

গাড়ি স্টার্ট করো।

কি হয়েছে?

সর্বনাশ! ইয়েৎ-সেন বলেছে, আজই সুইডিস মেয়েটাকে খতম করতে হবে। অপারেশন ব্যর্থ হলে ইয়েৎ-সেন কি বলবে? তার থেকে বড়ো কথা, পার্ল কুও কি বলবে? এর থেকে বড় কথা, পার্ল বলেছে কাজ না হলে ইয়েৎ-সেন খুন করতে পারে।

মেয়েটিকে খুঁজে বার করতেই হবে।

জো জো, তারপর বলে :

আগে বললে না কেন? অ্যাম্বুলেন্সটা ফলো করতে পারতাম। পরে দেখা যাবে। জো জোকে চড় মেরে কেউ পার পাবে না।

.

হারামীর বাচ্চা জো-জোর জন্য আমেরিকানরা সুইডিস মেয়েটাকে নিয়ে কেটে পড়েছে

ইয়াংকিরা সুইডিস মেয়েটাকে কোন চুলোয় রেখেছে, আমি কি করে জানবো?

সে কথা তোমার জেনে কাজ নেই। তোমার গাড়ি আছে তো? সাদা রেনকোট পরে বলে পার্ল, তুমি ইয়েৎ-সেনকে ফোন করো। আমার ফিরতে দেরি হবে না।

ইতিমধ্যে...

গারল্যান্ড তুমি মেয়েটার স্বামী সেজেছিলে? ওকে কোথায় নিয়ে যেতে?

ডোরি মার্কিন দূতাবাসে একটা ঘর ঠিক করেছে। ধান্দা ছিল, স্বামী সেজে পীরিত করে কথা আদায় করা। শোনো মালিক, আমার কথা আছে। মেয়েটার স্বামী সেজে কথা আদায় করে ডোরির বদলে তোমাকে জানাই। রাশিয়ান কমরেড, তুমি যদি আমাকে তিরিশ হাজার ডলার দাও

বেইমান। বিশ্বাসঘাতক! গজগজ করছে না জিনি।

গারল্যান্ড, তোমার চেয়ে বিষাক্ত সাপকে বেশি বিশ্বাস করি। মেয়েটার থেকে কথা আদায় করার জন্য তোমার দরকার হবেনা।বুঝতে পারিনা, তোমার মতো স্বার্থপরকে ডোরি কি করে এসব কাজ দেয়? একটু পরেই অ্যাম্বুলেন্স থেকে তোমাকে আর নার্সকে নামিয়ে দেবো। তুমি ডোরিকে বলবে একাজটা তোমার দ্বারা হলো না। তোমাকে খুন করার কোন অর্ডার আমাকে দেওয়া হয়নি।

কমরেড, আমি তোমার কাছে ঘেঁসবো না, গারল্যান্ড বলে।

তোমাকে নামিয়ে আমরা গাড়ি বদলাবো। সুতরাং ফলো করনা...

আমার ফলো করতে দায় পড়েছে। দেখিয়েছি যে আমি মেয়েটাকে কজা করার চেষ্টা করেছিলাম। কাজটা হয়নি। আমি টাকা পেয়ে গেছি এখন ডোরি মরুকগে।

মালিক ভাবে, ইয়াংকিদের এই এজেন্ট নিজের স্বার্থ ছাড়া ভাবে না। আমিও এই ইয়াংকি এজেন্টের মতো যদি টাকা ও নিজের স্বার্থ দেখতাম তাহলে কতো সহজ হতো আমার জীবন। জোরে বৃষ্টি পড়ছে, যে অটো রুটটাভিন্দ্যভ্রের দিকে গেছে, তারই মোড়ে স্মারনফ গাড়ি থামায়। ট্রাফিকের ভীড় বিশেষ নেই।

গেট আউট। পিস্তল উঁচিয়ে বলে মালিক।

বেচারা জিনি ততক্ষণে নেমে গেছে। গারল্যান্ডও নেমে পড়ে। অ্যাম্বুলেন্সের পেছনের লাল আলো মিলিয়ে যায়।

নার্সের মুখে রাগের ছাপ। তুমি না পুরুষ, তোমার লজ্জা করে না?

আমার মা তাই ভেবেছিলেন। গারল্যান্ড বৃষ্টির জন্যে বিব্রত, নইলে আমার মার্ক নাম রাখবেন কেন?

মেয়েটাকে ওরা কিডন্যাপ করেছে। তুমি কিছু করবে না?

তুমিই বলো, কি করবো। হতচ্ছাড়া বৃষ্টি...।

একটা গাড়ি থামিয়ে ওদের পিছু নিলে হত।

ওদের কাছে পিস্তল আর অটোমেটিক রাইফেল আছে–মরবার জন্যে ওদের ফলো করবো।

রাগের চোটে আর একটু হলে গারল্যান্ডকে জিনি মেরেই বসতো। গাড়ি থামিয়ে পুলিশে খবর দাও।

ভিজে ঘাসে পা ঠুকছে জিনি।

হেড লাইটের আলো দেখে রাস্তার মাঝামাঝি দাঁড়ায় গারল্যান্ড।

গাড়ি থামিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাসছে সিয়ার এজেন্ট কারম্যান।

আমি ভেবেছিলাম, ওরা তোমাদের নামিয়ে দেবে। র‍্যাডার স্ক্রীনে ক্লিপ ব্লিপ সঙ্কেতগুলো চমৎকার আসছে। চলো5

পেছনে জিনি আর সামনের সীটে গারল্যান্ড।

৩. ওস্তাদের মার

ম্যালমেইসঁর একটা প্রকাণ্ড পুরনো বাড়ির গেটের ভেতর অ্যাম্বুলেন্স ঢুকে যায়। আলো জ্বলে, সিঁড়ি ভেঙ্গে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসে সোভিয়েত মহিলা স্পাই মারনা ডোরিনস্কা।

পরনে কালো সূতীর প্যান্টে গোঁজা পুরুষের উপযোগী লাল রঙের শার্ট। বয়স তিরিশ থেকে। চল্লিশের মধ্যে, ছফুট লম্বা, কালো চুল যেন মাথায় প্লাস্টার করে সাঁটা, এবড়ো খেবড়ো শক্ত চেহারা। প্রকাণ্ড হাত দুটো আর পেশীবহুল শরীর দেখলে মনে হয়, মদ্দা না মেয়েমানুষ। মারনা ডোরিনস্কা মালিকের মতো। ওদের সাফল্যের কারণ কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা ও ক্ষুরধার বুদ্ধি।

ওকে ভেতরে নিয়ে যাও, তোমাদের কেউ ফলো করেনি তো? মারনা বলে।

তার মানে? মালিক খিঁচিয়ে ওঠে। এই মেয়ে মানুষটাকে সে দেখেছে, পুরুষ এজেন্টদের ওপরে টেক্কা দেয়।

মারনাকে দেখেই মনে হচ্ছে মালিককে সে ঘেন্না করে। সে বলে, ডোরিকে অত বোকা ভাবা উচিৎ নয়, তোমরা গাড়ি সরিয়ে ফেলো, কারও নজরে পড়বে।

সে আমি বুঝবো। তোমার কাজ ওই মেয়েটাকে দেখাশোনা করা।

মারনা চলে যায়।

স্মারনফ, গাড়িটা সরাতে হবে। কোরোক ছাড়া আর কে এখানে পাহারা দেবে?

আমার তিনজন সেরা এজেন্ট, ও নিরাপদেই থাকবে।

এখন মালিক প্যারীতে যাবে, দূতাবাসে রিপোর্ট দেবে, কাল সকালে এসে সুইডিস মেয়েটার কাছে কথা আদায় করবে।

স্মারনফ অ্যাম্বুলেন্সে স্টার্ট দেওয়ার পর মালিক বলে, বোকা গারল্যান্ড শেষে আমার সঙ্গে দর কষাকষি করছিল

মালিক আর স্মরনফের গাড়ি চলে যাওয়ার পর জাগুয়ার গাড়িটার ভেতরে গারল্যান্ড কারম্যানকে বলে :

এবার ওস্তাদের মার... ।

গাড়ির ভেতরে টেলিফোন বেজে ওঠে।

গারল্যান্ড। ডোরির গলা সপ্তমে চড়েছে। তুমি করছেটা কি? মেয়েটাকে তুমি কুজা করতে পারলেনা? আমি এখন ওয়াশিংটনকে কি বলবো?

জাহান্নামে যেতে বলল। তুমি কাজ দিয়েছে, কাজ করলে টাকা পাবো তো? ব্যস, ঠিক আছে। ফোন রেখে কারম্যানের দিকে তাকিয়ে, বুড়োর অনেক আগেই রিটায়ার নেওয়া উচিত ছিল। চলল, জ্যাক। কাল সকালে আমাকে এজ-এ পৌঁছতে হবেই।

বাস্টার্ড,জ্যাক হেসে ওঠে, ওখানে ঢুকে আমরা এক ডজন শক্ত সমর্থ সোভিয়েত স্পাইকে গুলি করে খতম করবো নাকি?

তুমি-আমি তা পারি। রাশিয়ানরা মারদাঙ্গার কি বোঝে?

ঝামেলায় কাজ নেই,ড্যাশবোর্ডের প্যানেল খোলে কারম্যান, ভেতরে দুটো গ্যাসগান আর গ্যাস মাস্ক আছে।

এক ইঞ্চি চওড়া ফুটোওলা গ্যাস বন্দুক গারল্যান্ডের হাতে তুলে দিয়ে কারম্যান বলে, সাবধানে কিন্তু। এতে যা গ্যাস আছে এক ব্যাটালিয়ান ফৌজকে বেহুশ করার পক্ষে যথেষ্ট।

মুখে গ্যাস-মাস্কের মুখোশ আঁটতে আঁটতে গারল্যান্ড জিনিকে বলে, বেবী চুপচাপ বসো। আমরা তোমার পেসেন্টকে নিয়ে আসছি।

গারল্যান্ডের সম্বন্ধে জিনির মত বদলে গেছে। সাবধানে থেকো, ও বলে।

সামনের বাড়ীটার ওপর তলার জানালায় আলো। মেয়েটা নিশ্চয়ই ওই ঘরে আছে।

গারল্যান্ড বলে, সামনে দিয়ে তুমি ঢুকবে।

একটা জানালা খুলে আমার দু মিনিট পরে ঢুকবে। আমি পেছন দিয়ে ঢুকবো।

গারল্যান্ড লনের ঘাসের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে ছুটছে। গ্যাস মাস্কের দরুন ভালো দেখতে পাচ্ছে না বলে সে মুখোশটা মাথার উপর তুলে দেয়। হঠাৎ বাড়িটার কোনায় এসে গারল্যান্ড নিশ্চল হয়ে যায়।

দশ গজ দূরে একটা লোক। মাথা নীচু করে সে ছুটে যায়। লোকটা ছিটকে পড়ে যেতে যেতে চাপা চিৎকার করে। ভিজে ঘাসের মধ্যে ধস্তাধস্তি করছে দুজন। গারল্যান্ডের হাত দুটো লোকটার গলায়। লোকটা ছটফট করছে। গারল্যান্ডের মুখে ঘুষি মারছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লোকটার শরীর শিথিল হয়ে যায়।

এবার সাবধানে অন্ধকারের মধ্যে বাড়ির পেছন দিকে যায় গারল্যান্ড।

সামনে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো। প্রচণ্ড জোরে জানালায় লাথি মারে গারল্যান্ড। জানালার পান্না খুলে যায়। দূরে চিৎকার, গুলির শব্দ। সাঁ করে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে গারল্যান্ড। আবার গুলির শব্দ। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গারল্যান্ড। গ্যাসমাস্কের জন্যে সে ভালো দেখতে পাচ্ছে না। গ্যাস বন্দুকের নলটা তুলে সে ট্রিগার টেপে।

হিসস....,

বন্দুকের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে হিস, হিস, গ্যাস বেরোয়। গোটা ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে যায়।

রাশিয়ান স্পাই কোরডাক বন্দুক হাতে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। গ্যাসের মধ্যে অচেতন শরীরটা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়তে কার্পেটের ওপর পড়ে।

গারল্যান্ড ওপরে উঠে যায়। সামনে একটা দরজা। সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখে গারল্যান্ড, কেউ নেই।

মার্ক?

নীচের তলায় ডাকছে সিয়া এজেন্ট কারম্যান।

ওপরে উঠে এসো।

নীচে ওদের দুটো লোক অজ্ঞান হয়ে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে ছুটে আসছে কারম্যান।

কোন ঝুঁকি নিও না। আমি শেষের ঘরটা আর তুমি এই ঘরটা দেখো।

গারল্যান্ড দোতলার শেষ ঘরটার দরজার হ্যাঁন্ডেল ঘোরায়। নিজের নাকের ওপরে জল ভেজা। রুমাল চেপে ধরে মাংসল শরীরটাকে দেয়ালে ঠেকিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে অপেক্ষা করছে সোভিয়েত মেয়ে স্পাই মারনা।

দরজা খুলতেই গ্যারল্যান্ডের আগে ছুঁয়ে যায় গ্যাসের সাদা ধোঁয়া। নাকে চাপা সত্ত্বেও অস্থির : হয়ে ওঠে মারনা। মারনার কাশির শব্দে সাবধান হয়ে গারল্যান্ড হিংস্র চিতার

মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর কব্জিটা চেপে ধরেছে গারল্যান্ড। অন্য হাতে ওর মুখের রুমালটা টানছে।

দ্রাম।

পিস্তলের গুলি ছুটে ছাদে বেঁধে।

হোয়াক!

মারনার ডান হাতের ঘুষি গারল্যান্ডের ঘাড়ে এসে পড়তেই সে ছিটকে পিছিয়ে পড়ে।

ততক্ষণে রুমাল আর পিস্তল মেঝেতে পড়ে গেছে। গ্যাসের ঘ্রাণে সে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

গারল্যান্ড আলো জ্বেলে দেখে বিছানায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে এরিকা ওলসেন। সুইডিস মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে সিঁড়ি বেয়ে গারল্যান্ড ছুটতে ছুটতে নামছে পেছনে। কারম্যান।

গাড়িতে ঘুমন্ত মেয়েটাকে পেছনের সীটে শুইয়ে দিয়ে গারল্যান্ড বলে, বেবী, এই নাও তোমার পেসেন্ট। জাগুয়ার গাড়ি এবার দক্ষিণের দিকে ছুটে চলে।

*

স্পাইয়ের প্রেমের ফাঁদে

রাত দশটা দশ। সিয়ার চাইনিজ এক্সপার্ট নিকোলাস উলফার্ট–যে সুইডিস মেয়েটার পাছায় উল্কির দাগ তিনটে দেখে বলেছিল, এগুলো চীনা রকেটবিজ্ঞানী কুং-এর সই করা নামের তিনটে আদ্যাক্ষর–সে এখন রু সিগেয়ারের সাজানো গোছানো দামী ফ্ল্যাটে বসে দামী হাই ফি সেটে মাহলারের, সেকেন্ড সিমফনির রেকর্ড শুনছে।

তার বাবা জোউলফার্ট ব্যবসায়ী ছিল। চিয়াং কাইশেকের আমলে চীনেদের ইয়াঙ্কি মাল বেচে মালকড়ি অনেক কামিয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী সূত্রে বাবার সব সম্পত্তি পেয়েছে একমাত্র ছেলে নিকোলাস। নিকোলাস নিজে চীনা জেড পাথরের গুণাগুণ সম্বন্ধে পৃথিবীর সেরা এক্সপার্টদের একজন। অনেকগুলো চীনা উপভাষা সে বলতে, পড়তে ও লিখতে পারে। কোথাও জেডপাথর নীলামে বিক্রী হলেই বিশেষজ্ঞ হিসেবে তার ডাক পড়ে। ম্যাগাজিনে সে জেডপাথর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখে এবং সীয়ার প্যারী শাখার চীন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে কম্যুনিস্ট চীন সংক্রান্ত ব্যাপারে জন ডোরিকে উপদেশ দেয়।

তার অসাধারণ প্রতিভা দেখে অভিভূত হয়ে ইয়াঙ্কিদের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মচারীরা তাকে সীয়ার চাইনিজ এক্সপার্ট হিসাবে নিয়োগ করে। নিকোলাস উলফার্টের বৈচিত্র্যময় যৌনজীবনের সব তথ্য জানলে ডিভিসন্যাল ডাইরেক্টর জন ডোরির চুল খাড়া হতো।

কলিংবেল বেজে ওঠে। দামী পারস্য গালিচার ওপরে পা ফেলে দরজা খুলতে যায় উলফার্ট। দরজার বাইরে মেয়েটাকে দেখে চমকে ওঠে পার্ল কুও, তুমি? এতো রাতে? বৃষ্টিতে ভিজে গেছে যে, এসো ভেতরে

কম্যুনিস্ট চীনের উত্তর ভিয়েনামী এজেন্ট পার্ল কুও ভেতরে আসে।

না চাহিতে যারে পাওয়া যায়—

বৃষ্টি ভেজা রাতে সুন্দরী মেয়ে ঘরে, উলফার্ট খুশীতে ডগমগ।

কয়েকমাস আগে এক সন্ধ্যায়, চুং-উর চীনে রেস্তোরাঁয় পার্ল টেবিলে একা বসেছিল। উলফার্টকে দেখে হাসে। ফুলের মত সুন্দর মেয়েটাকে দেখে উলফার্ট অভিভূত হয়। খাওয়ার পর মেয়েটা বলে, তোমার মতো পুরুষের সঙ্গেই আমি শুতে চাই। যাবে তো?

উলফার্ট নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। রু্য ক্যাসতিলানির ছোট্ট একটা হোটেলে পার্ল তাকে নিয়ে গেছে। ঘরের চাবি নেওয়ার সময় দৃষ্টি বিনিময় উলফার্টের নজরে আসেনি।

একঘণ্টা ভিয়েৎনামী মেয়েটার সঙ্গে শুয়ে...বসে..দাঁড়িয়ে...নানা টেকনিক শিখে ও শিখিয়ে... ক্লান্ত, পরিতৃপ্ত উলফার্ট বুঝলো পশ্চিমী মেয়েরা কামনা বোঝে না। পুরুষ ও রমনী শরীরের মিলনে বিস্ফোরণ কেমন করে হয় জানতে গেলে...এশিয়ার মেয়েদের সঙ্গে যেতে হবে। আরও তিনবার সে পার্লের সঙ্গে সেই ঘরে শুয়েছে।

জীবনে আর শয়নে বৈচিত্র্য পছন্দ করে উলফার্ট। ইতিমধ্যে ওরলিতে এক জাপানী এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে তার আশনাই জমেছে। মেয়েটার টেকনিক একেবারে মার কাটারি।

তারপরে সরবোনের সেই ভারতীয় ছাত্রী যে ফ্রান্সে ফরাসী ভাষা পড়তে এসে ফরাসীদের বাৎসায়ন শেখাচ্ছে—

তারও পরে থাইল্যান্ডের সেই যুবতী যার কথা ভাবলেই তার খারাপ লাগে।

পেছনে চাবুক না মারলে মেয়েটার নাকি ভালোবাসা জাগে না।

পার্ল, আমি যে এখানে আছি, তুমি জানলে কি করে? পার্ল রেনকোর্ট খুলে আর্ম চেয়ারে বসেছে।

এরিকা ওলসেন কোথায় আছে আমি জানতে চাই।

হোয়াট?

আমেরিকান হাসপাতালের সেই সুইডিস মেয়েটাকে ইয়াঙ্কিরা কোথায় নিয়ে গেছে? তুমি ডোরির হয়ে কাজ করো। তোমাকেই খবরটা জোগাড় করতে হবে।

গেট আউট। নইলে পুলিশ ডাকবো।

হ্যান্ডব্যাগ খুলে পাঁচটা চকচকে ফটোর প্রিন্ট পার্ল ওর হাতে দেয় :

এগুলো যদি বন্ধুরা বা.মিস্টার ডোরি দেখে?

ফটোর উলঙ্গ মেয়ে পুরুষ, নানা ভঙ্গিমায়। মোটা ভুড়িদার উলফার্ট। সে যে এত বিশ্রী। মোটা সেটা জানলে এতদিনে। মেয়েটা নিঃসন্দেহে পার্ল কুও।

ডোরি আমাকে বলবে কেন? উলফর্ট বলে।

হ্যান্ডব্যাগ থেকে পার্ল একটা ছোট্ট কৌটো বার করে।

কাল সকাল দশটার আগে এই লিমপেট মাইক্রোফোনটা তুমি ডোরির ডেস্কের নীচে সেটে

ফ্রেজকটু আগে ডেফোনটা রয়েন্টি খেয়ে ডো দিও। নইলে ফটোগুলো আমরা বিলি করবো

পার্ল চলে গেল।

পরের দিন সকালে

দশটা বাজতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকি...

এতো সকালে উলফার্টকে অফিসে দেখে ডোরির পি. এ. মার্সিয়া ডেভিস অবাক হয়।

লোকটার এতে নামডাক। টাক মাথায় ঘাম চকচক করছে, লোকটার কল্পনায় মার্সিয়া ডেভিসের জামা কাপড় খুলে, যেভাবে ওকে ধর্ষণ করছে, মার্সিয়া জানে। মিস্টার উলফার্ট, ফোনে ডোরিকে মার্সিয়া বলে। ভেতরে পাঠাও।

উলফার্ট তিনটে ডবল পেগ ব্রান্ডি খেয়ে ডোরির অফিসে এসেছে। দরদর করে ঘামছে। পকেটে সেই মাইক্রোফোনটা রয়েছে।

একটু আগে ডোরি মার্ক গারল্যান্ডের ফোন পেয়েছে। গারল্যান্ড এখন সুইডিস মেয়েটাকে নিয়ে ফ্রেজী অটোরুট দিয়ে এজ-এর ভিলার দিকে গাড়ি চালাচ্ছে। খবরটা ওয়াশিংটনে দিতে হবে।

উলফার্ট জানে, তার কুৎসিৎ যৌন জীবনের এই ছবিগুলো তার বন্ধুরা দেখলে তার সুসভ্য জীবনের বুনিয়াদ ভেঙ্গে যাবে। চীনেদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করা উচিত, আমেরিকা কোনদিনই বোঝেনি। এখন নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্যে উলফার্ট ইয়াক্তিদের সঙ্গে বেইমানী করতে তৈরী।

আমার কালেকশনে চীনা রকেট বিজ্ঞানী ফেং হো কুং-এর কয়েকটা জেডপাথর আছে। ব্রিফকেশ থেকে অনেকগুলো ফটোর প্রিন্ট বার করে সে সামনে মেলে ধরে ডোরির।

ও, কুং-এর পাথর সংগ্রহের বাতিক আছে বুঝি?

ওর কালেকশন খুব দামী, কিছু পাথর আর জড়োয়া গয়না আছে, বলতে বলতে হঠাৎ তার ব্রিফকেশটা যেন হাত ফসকে মেঝেতে পড়ে যায়। ব্রিফকেশটা তোলার সময় লিমপেট মাইক্রো ফোনটায় অ্যাডহেসিভ লাগানো চটচটে জায়গাটা ডোরির ডেস্কের নীচে সেটে দেয় উলফার্ট।

থ্যাঙ্কস, উলফার্ট, আমি এখন ব্যস্ত আছি

আমি আঁবোয়াসে যাচ্ছি। তাই এতো সকালে

আশা করি, উইক এভটা তোমার ভালই কাটবে।

উলফার্ট যাবার পরে ডোরি একটু ভাবে কি ব্যাপার। শুধু কি এই পাথরগুলোর সংবাদ দিতেই

ঠিক তখনই কিন্তু

মার্কিন এমব্যাসীর বাইরে যে সান্ত্রী টহল দিচ্ছিল, সে খেয়াল করলো, গেটের কুড়ি মিটার দূরে, একটা রেনো আর্ট মডেলের গাড়ি দাঁড়িয়ে।

ড্রাইভারটি লম্বা, রোগা, কিন্তু চোখ দুটো চীনাদের মতো। ও ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলছে। ভেতরে বসে আছেচিওংসা পরা এক ভিয়েৎনামীযুবতী।ফর্সা, সুন্দর মুখ। মেয়েটির কানের পাশেহীয়ারিং এড। বেচারা বোধ হয় কানে ভালো শুনতে পায় না।

সান্ত্রীকে দেখে কম্যুনিস্ট চীনের স্পাই সাদু মিচেল হেসে

আমার গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে

মঁসিয়ে এখানে তো গাড়ি রাখার নিয়ম নেই—

প্লাগগুলো খারাপ হয়ে গেছে

হঠাৎ গাড়ির ভেতর থেকে ঝুঁকে পড়ে পার্ল সান্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হাসে। যেন তরুণ সান্ত্রীর রূপ দেখে সে অভিভূত।

মঁসিয়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাবেন–সাদুকে কথাটা বলে চলে যায় সান্ত্রী।

ঘামেভেজা মুখ রুমালে মুছে ইঞ্জিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সাদু মিচেল। পার্ল কুও-এর ওই হীয়ারিং এডের সঙ্গে একটা খুব ছোট অথচ দারুণ শক্তিশালী রিসিভিং সেটের যোগাযোগ রয়েছে। নিকোলাসের সেই ছোট্ট লিস্পেট মাইক্রোফোনের সাহায্যে পার্ল এখন সব কিছু শুনতে পাচ্ছ। এখন ওয়াশিংটনের সিয়া-অফিসের সঙ্গে ডোরি কথা বলছে।

পার্ল বলে, এবার আমরা যেতে পারি।

ইঞ্জিনের হুড বন্ধ করে সাদু মিচেল গাড়িতে স্টার্ট দেয়। সুইডিশ মেয়েটা এজ-এ ডোরির ভিলায় আছে, পার্ল জানায়। ইয়েৎ সেনকে খবর দাও। আজ সন্ধ্যেয় এজ-এ যাবো।

রু দ্য রিভোলিতে সাদু মিচেলের দোকান আজ বন্ধ। ভেতরের ঘরে কম্যুনিস্ট চীনের স্পাইচক্রের প্যারী শাখার সর্বেসর্বা ইয়েৎ সেনের মুখে চাপা রাগ, চেয়ারে বসে পার্ল কুও, এক কোনে বসে পেশাদার খুনী জো জো চ্যাডি, নতুন এজেন্ট সাদু মিচেল আরও নার্ভাস।

গত রাতেই এরিকা ওলসেন খুন হওয়া উচিত ছিল।

ইয়েৎ সেন বলছে।

পিকিং অসন্তুষ্ট হবে। আমরা অসন্তুষ্ট। এবার যেন ভুল না হয়। তোমরা কখন যাবে?

রাত দুটোর প্লেনে নিস্-এ যাবো

গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে?

হার্জ কোম্পানীর ভাড়া করা গাড়ি ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

পার্ল, খুব শীগগিরই মাইক্রোফোনটা খুঁজে পাবে ডোরি। ও উলফার্টকে বললে উলফার্ট তোমার কথা বলবে। ঠিক আছে বলে ইয়েৎ সেন চীনা দূতাবাসে ফিরে গিয়ে ফোন তোল। সে ক্যান্টনীজ উপভাষায় নরম উচ্চারণে কথা বলছিল–যার সম্বন্ধে কথা বলছিল,...সে তখন লোয়ার নদীর ধারে ইন দ্য অ-এ তার ছোট্ট বাগানবাড়ির বন্ধ দরজার আড়ালে ককটেল ক্যাবিনেট থেকে ব্রান্ডির বোতল বার করছে।

উলফার্টের এই বাগানবাড়িটা গায়ের একটা মেয়ে পরিস্কার করে রাখে। উইক এন্ডে কখনো একটাকখনো দুটো মেয়েকে এনেকামশাস্ত্র শেখায় উলফার্ট।তাই ঝিয়ের উইকএন্ডে আসাবারণ।

উলফার্ট ভাবলো রবিবার অফিস বন্ধ, সোমবার সকালে যে কোন অজুহাতে ডোরির অফিসে গিয়ে কথা বলতে বলতে লিম্পেট মাইক্রোফোনটা খুলে নেবে।

এখন সময়টা কি করে কাটানো যায়? হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে নজর যেতেই দেখে তার দরজার সামনে একটা ভাঙাচোরা ফিয়াট গাড়ি থেকে এক রূপসী যুবতী নামছে। হাতে হোল্ড অল, পরনেকালোটাইটফিটিং সোয়েটারের আড়ালে স্তনের আদল দেখা যাচ্ছে। সাদা প্যান্ট এতো টাইট যে না পরলেও ক্ষতি নেই, কালো চুল ঘাড়ে এসে পড়েছে। মেয়েটা কলিং বেল বাজাচ্ছে।

দরজা খুলে দেখে চীনা মেয়ে, মাই প্রেটি এখানে কি চাও? ক্যান্টনের মেয়ে, ঠিকই আন্দাজ করে ক্যান্টনিজ উপভাষায় কথা বলে উলফার্ট।

তুমি আমাদের ভাষা জানো?নীচু হয়ে হোল্ডঅল খোলে সুন্দরী মেয়ে, একটা ওড়ো সাবানের প্যাকেট বার করে। ব্রান্ডের নাম পিক হোয়াইট-খবরের কাগজে উলফার্ট অনেকবার নামটা দেখেছে। আমার কাজ এই কোম্পানীর ফ্রী স্যম্পল বিলি করা। এটা আপনি রাখুন।

কিন্তু ওটা তো আমার কাজে আসবে না।

সব প্যাকেটগুলো বিলি না করলে কোম্পানী আমাকে পয়সা দেবে না

আচ্ছা, ঠিক আছে। ভেতরে এসো, না হয় সব প্যাকেটগুলোই আমাকে দিয়ে যাও।

মেয়েটা খিলখিল করে হাসে।

ভেতরে এসো। আমরা ফুর্তি করবো। তোমাকে একশো ফ্রাঁ দেবো

হোল্ডঅল বন্ধ করে ঘৃণাভরা চোখে তাকিয়ে মেয়েটা গাড়িতে উঠে বসে।

কপাল মন্দ, উলফার্ট কি ভেবে রান্নাঘরের টেবিলে প্যাকেটটা রাখে। রান্নাঘর থেকে বসার ঘরের দিকে চলেছে...তখনই প্যাকেটের ভেতরে লুকানো টাইম বোমাটা ফাটলো। ভিলার সবকটা জানালা ভাঙলো এবং উলফার্টের শরীরে এবড়ো থেবড়ো কয়েকটা টুকুরো ভেঙে পড়লো।

সেদিনই বিকেলে..

প্যারীতে সীয়ার ডিভিসন্যাল ডাইরেক্টর ডোরির ঘরে ক্যাপ্টেন ও হ্যালোরান ঢুকলো। তার সঙ্গে ওর সেরা ইনভেস্টিগেটর জো ড্যানব্রিজ।

স্যার, ড্যানব্রিজ টেস্ট করে বলছে, আপনার ঘরে কেউ আড়ি পেতেছে

অসম্ভব। আমি অফিসে আসার আগে তোমরা চেক করেছ।

তখন কোন গোলমাল ছিল না। আপনার অফিসে আজ কে কে ঢুকেছে?

নিকোলাস উলফার্ট, স্যাম বেন্টলি আর মারল জ্যাকসন।

বেন্টলি আর জ্যাকসন বিশ্বস্ত এজেন্ট, তার মানে উলফার্টই বেইমান।

ডেস্কের নীচে লিস্পেট মাইক্রোফোনটা পেয়েছে ড্যানব্রিজ।

টিম, কাছেই রিসিভিং সেট নিয়ে কেউ নিশ্চই ছিলো, তুমি খোঁজ নাও। ওয়াশিংটনে ফোন করে জানিয়েছি, এরিকা ওলসেন আর মার্ক গারল্যান্ড আমার ভিলায় গেছে। খবরটা শত্রুরা জানতে পেরেছে। ভিলায় তোমার ছজন এজেন্ট পাহারা দিচ্ছে। তবুও

মার্ক গারল্যান্ডকে দুঃসংবাদটা জানায় ডোরি।

উলফার্ট ওর বাগান বাড়িতে গেছে। ওকে অ্যারেস্ট করো, ডোরি অর্ডার দেয়, ইনস্পেক্টর ডুশেকে খবর দাও।

সকাল নটায় দূতাবাসের বাইরে একটা গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভারের চোখ চীনাদের মতো। মেয়েটার কানে হীয়ারিং-এড ছিল

ইনস্পেক্টর।

গাড়িটা কার?

রুদ্য রিভোলির একটা দোকানের মালিক সাদু মিচেলের। কিন্তু নিস্-এর পুলিশ খবরটা পাওয়ার অনেক আগেই সাদু মিচেল, পার্লকুও ও জো জো চ্যানডি পৌঁছে গেছে। এখন কম্যুনিস্ট চীনের তিনজন স্পাই এজ-এর দিকে চলেছে।

৪. প্রেমের শয্যায় মার্ক গারল্যান্ড

জন ডোরির প্রকাণ্ড ভিলা পাহাড়ের ওপরে। বিরাট ঝুল বারান্দার মুখ পাহাড়ের দিকে, প্রত্যেকটা জানালার টবে ফুল ফুটেছে, চারপাশে পাইনের ছায়া।

ছজন সোলজার অটোমেটিক রাইফেল হাতে বাড়িটা পাহারা দিচ্ছে। তাদের চীফ সার্জেন্ট প্যাট ওলীয়ারি। প্রকাণ্ড মাংসল চেহারা, লাল মুখ-লোকটার সঙ্গে একটা হিংস্র অ্যালসেশিয়ান কুকুর থাকে।

ডোরির চাকর ডায়ালো গারল্যান্ড, জিনি আর এরিকার সুখ সুবিধের দিকে নজর রেখেছে। ডাক্তার ফরেস্টারকে ফোন করে জিনিরোশ নার্সকে এখানে রাখার জন্য ডোরি অনুমতি নিয়েছে।

গারল্যান্ডের সঙ্গী সিয়া এজেন্ট জ্যাক কারম্যান বিদায় নিয়ে প্যারী যাবার সময় জিনিকে বলেছে :

সিস্টার গারল্যান্ডের দিকে নজর রাখবেন। ওকে বিশ্বাস করা যায় না।

নজর রেখেছে বৈকি জিনি। আমি যদি এরিকার মত সুন্দরী হতাম, ছোট্ট দুটো পাছায় হাত রেখে টেরাসে জিনি বলে, আমি যদি ব্লন্ড হতাম। তুমি আমাকে পছন্দ করতে?

গারল্যান্ডের শক্ত মাংসল কাঁধ, ঋজু, মেরুদণ্ড চামড়ার বাদামী রং পেছন থেকে দেখতে দেখতে জিনি বুঝতে পারে, ভালোবাসা কারে কয়।

জয়ালো তোমাকে নিস শহরে নিয়ে যাবে। কিন্তু তুমি আরামে এখানে থাকো এটাই চাই। ডোরির টাকায় ইচ্ছেমত কেনাকাটা করো। ইচ্ছে হলে একটা ব্লন্ড কিনে দেখতে পারো তোমাকে, কেমন দেখায়। আমার কিন্তু এমনিতেই তোমাকে ভালো লাগে–

.

'ও' লীয়ারি, সোভিয়েত আর কমুনিষ্ট চীন দুদেশের স্পাইরাই পেছনে লেগেছে। ওরা যদি একটা বোমা ছুঁড়ে গেটটা উড়িয়ে দেয়।

তাতে কোন ফয়দা হবে না। ড্রাইভের ওই কোনে আমার দুজন এজেন্ট মেসিনগান নিয়ে লুকিয়ে আছে।

আমার সঙ্গে লোডেড পিস্তল থাকলে ভালো হতো।

ইয়া, পয়েন্ট থারটি-এইট ক্যালিবারের পিস্তল আর কার্তুজের তিনটে ক্লিপ গারল্যান্ডের হাতে তুলে দেয় ওলীয়ারি।

গারল্যান্ড নিশ্চিন্তে টেরাসে এসে বসে।

সিনজানো বিটারের ককটে।

ডিনার?

অ্যাভোকাদো,কাঁকড়া, রসুন দিয়ে জিগো। দামী মদ। পৎ লেহভে কী। বাতাবী লেবুর সরবৎ।

এই তো জীবন।

হাই!

আগুন লাল স্লীভলেস পোষাক পরা ব্লন্ড যুবতীকে দেখে চমকে উঠে মার্ক।

এক বোতল পেরক্সাইড ঢেলে রং করেছি, জিনি হাসে।

তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে। মার্ভেলাস।

এরিকার থেকেও ।

জিনি ডিয়ার, ও আমার বউ।

তাহলে আমিও তোমার বউ।

নাঃ, বয়েস বড্ড কম। কতো?

আমার উনিশ বছর হলো।

ইয়া, ইয়া, আমার বয়স তো তোমার দ্বিগুণ

চটেমটে ভেতরে চলে যায় জিনি।

রাত সাড়ে নটায় এরিকা ওলসেনের জ্ঞান ফেরে।

আমি কোথায়? তুমি কে?

আমি তোমার স্বামী মার্ক। তুমি আমার বাড়িতে।

স্বামী? বাড়ি? আমার তো কিছু মনে নেই,ব্লন্ড রূপসী চোখ বুজে বলে।

সুন্দর, কালো, আঙুরের মতো।

কি বললে? জিনিষটা কি? চমকে বলে গারল্যান্ড। সুন্দর আঙুরের মতো জিনিষটা কি?

আবার চোখ খুলে, জানি না তো। তুমি কে বললে?

ডার্লিং এরিকা, তোমার স্বামী মার্ক।

মার্ক? তোমার নাম! আমার নাম এরিকা? ঘরে ফিরেছি? বেশ তো–আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সেদিন রাতে...

দূরে আলোর মালা। টেরাসে মার্কের পাশে এসে দাঁড়ায় জিনি।

এরিকা ঘুমুচ্ছে। কালকের পরে ওর আর নার্সের দরকার হবে না। আমি হাসপাতালে ফিরে যাবো। তুমি এরিকার স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করবে

জিনি, এটা আমার কাজ, পয়সা নিয়েছি

আমি শুতে যাচ্ছি। গুড নাইট।

গারল্যান্ড শোবার আগে বাথরুমে ঢুকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে নগ্ন শরীরে পোষাক হাতে বেডরুমের দরজা খোলে।

মার্ক,

মেয়েলী গলায় ফিস ফিস শব্দ

প্লীজ...আলো জ্বেলো না...

জিনি!

আর তোমাকে পাবো না। মেয়েটা সেরে উঠলে তুমি আর আমার দিকে তাকাবে না।

চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে, জিনি চাদরটা জড়িয়ে বিছানায় বসে

প্লীজ মার্ক তুমি আমাকে ঘেন্না করো না।

জিনি ডার্লিং, আমি তোমাকে কোনদিন ঘেন্না করবো না, উদোম উলঙ্গ পুরুষ জিনির শরীর থেকে চাদরটা সরিয়ে স্লীম তরুণীর শরীর আলিঙ্গনে বাঁধে।

কিন্তু এই কি তুমি চাও?

তোমাকে চাই বলেই আমি লজ্জা ভুলেছি-না চাহিতে যারে পাওয়া যায়–সেই অপরূপ উপহার মার্ক বুকে তুলে নেয়।

*

সোভিয়েত রাশিয়ার স্পাই। ইয়র্ক পোস্টের সাংবাদিক হ্যারী হোয়াইটল বছরে তিনবার প্যারীতে আসে। সিয়ার প্যারী শাখার সর্বেসর্বা জন ডোরির পারসোন্যাল অ্যাসিস্টান্ট মার্সিয়া ডেভিস তার পুরনো দিনের বান্ধবী।

ওরা লা ত্যুর দ্যারজে রেস্তোরাঁয় ডিনার খেয়েছে। ফলে দ্য সল্ কার্দিনাল এবং সুফলেই ভালতেইস-ডিনারের দুটো পদই ওরা চমৎকার রান্না করে।

মার্সিয়া তুমি বিয়ে করছো না কেন?লম্বা স্মার্ট দীঘল চেহারার যুবক হ্যারী ট্যাক্সিতে ওঠার সময় বলে, ক্রিস্টমাসে আসছে তো?

জানো, আম নিজেকেই প্রশ্ন করি, আমি কেন বিয়ে করছি না?

হ্যারী বিয়ে করতে চায়? ট্যাক্সিটা যাবার পর মার্সিয়া ভাবে। ডোরির অফিসের চাকরী ক্লান্তিকর। কিন্তু ইয়র্কে নিজের দেশে ঘরসংসার পাততে ভালো লাগবে।

খুশী হয়ে গানের সুর ধরে অন্ধকার লবি দিয়ে লিফটে ওঠে মার্সিয়া। চারতলার ঘরে।

তালাটা টেনে চাবিতে চাপ দিতে তবে খোলে। তালাটা কাল সারাতে হবে। এখন সে মিনিট কুড়ি শুয়ে বই পড়বে, তারপর ঘুমুবে।

আলো জ্বেলেই সে চমকে উঠে। ইস্পাতের ধারালো ফলা তার গলা ছুঁয়ে যায়।

ইউ বীচ! হিংস্ব চিতার মতো গর্জে ওঠে স্মারনফ। টু শব্দ করলে তোর গলা কেটে ফেলবো।

মালিক আর্মচেয়ারে বসে রাশিয়ান সিগারেট খাচ্ছে। বসুনমিস ডেভিস, মালিক ভদ্রভাবে বলে, আমাদের সময় খুব কম। এরিকা ওলসেন কোথায় আছে? ব্যক্তিগতভাবে মেয়েদের শারীরিক নির্যাতন আমি পছন্দ করিনা। কিন্তু আমার সঙ্গীর মত অন্যরকম। আপনি ঠিকঠাক উত্তর না দিলে আমার সঙ্গীর হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবো। ডোরি এরিকা ওলসেনকে কোথায় রেখেছে? বলুন–

মার্সিয়া সিয়ার অনেক ফাইলেই সোভিয়েত রাশিয়ার সব থেকে বিপজ্জনক স্পাই মালিকের ছবি দেখেছে। চট করে ভেবে নেয়, গারল্যান্ড তো আগেই মালিককে বলেছে, এরিকাকে মার্কিন দূতাবাসে রাখার প্ল্যান করেছে ডোরি।

এরিকাকে মার্কিন দূতাবাসে রাখা হয়েছে।

মুশকিলটা কি জানেন? আমাদের এক এজেন্ট, সিয়ার স্পেশাল এজেন্ট জ্যাক কারম্যানকে নিস্ এয়ারপোর্ট দেখেছে। কারম্যান ডোরির স্পেশাল এজেন্ট। ডোরি কারম্যানকে পাঠিয়েছিল গারল্যান্ডকে নজর রাখতে। সুতরাং এরিকা কোৎ দ্য আজীর-এর কোথাও আছে। ঠিক কোথায় আছে এরিকা?

গো টু হেল। কাঁচের অ্যাসট্রে ছুঁড়ে কাঁচের জানালা ভেঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল মার্সিয়া। ঘাড়ে প্রচণ্ড চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

ওর ধান্দা খারাপ দেখে স্মারনফ ওর ঘাড়ে হাতের তালুর ধার দিয়ে ক্যারেটে চপ মেরেছে।

মালিক ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখে, সুন্দর ঘর। এই ঘরটা যদি আমার হতো। বিশেষ করে স্প্রিংগারের আঁকা ওই স্কেচটা। পাখীরা উড়ছে। মস্কোয় নিজের বিশ্রী ফ্ল্যাটের কথা মনে হতেই ঘেন্না হয়।

ততক্ষণে পকেট থেকে সিরিঞ্জ বার করে মার্সিয়ার শিরায় চড়া ডোজে স্কোপোলামিন ইনজেকশন স্মারনফ দিয়েছে।

আধঘণ্টা পরে মার্সিয়া ঘুমের মধ্যে কথা বলে। এরিকা আর মার্ক গারল্যান্ড এজ-এ ডোরির বাগান বাড়িতে আছে। বাড়িটার নাম ভিলা হেলিয়স। ওহ্যালোরানের ছজন সান্ত্রী বাড়িটা পাহারা দিচ্ছে–

এবার তোমার দুঃখের কথা তাই না? মেয়েটা দেখতে ভাল—

অন্ধকারে সব বেড়াল আর সব মেয়েমানুষই এক দেখায়। স্মারনফ বলে, পৃথিবীতে একটা মেয়েমানুষ কমলে কিছুই হয় না।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো,বলে, মালিক লিফটে নেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

স্মারনফ মার্সিয়াকে দাঁড়াতে সাহায্য করে। তোমার একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দরকার।

-খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে মার্সিয়াকে ব্যালকনিতে নিয়ে যায়।

ওষুধের ঘোরে ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে মার্সিয়া রেলিং ধরে দাঁড়ায়।

স্মারনফ দেখে, আশে পাশের অন্য কোন ব্যালকনিতে কেউ নেই। নীচে রু দ্য লা তুরে এর জনশূন্য পথ।

মার্সিয়ার পিছনে স্মারনফ দাঁড়িয়ে ওর পায়ের গোছ দুটো ধরে ওপর দিকে টান দেয়।

চারতলা থেকে যখন সেনীচে দাঁড় করানো গাড়ীর ছাদে পড়ে–তখন লাশটার ঘাড়, মেরুদণ্ড ও ডান হাতের হাড় ভেঙে গেছে।

*

কম্যুনিষ্ট চীন বনাম কমুনিষ্ট রাশিয়া

ডোরির ফোন।

আমার সেক্রেটারী মিস মার্সিয়া ডেভিস আধঘণ্টা আগে খুন হয়েছে। তার ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে তাকে কেউ রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। তার হাতের শিরায় ইনজেকশনের দাগ। সম্ভবতঃ আমাদের শত্রুরা তাকে কোপোলামিন ইনজেকশন দিয়ে এরিকা ওলসেনের ঠিকানা জেনেছে।

এটা বোধ হয় সোভিয়েত স্পাই মালিকের কাজ।

আমারও তাই মনে হয়। এরিকাকে তুমি টের্যাসে যেতে দিও না। পাহাড়ের ওদিক থেকে কেউ গুলি করতে পারে।

আমি ওদিকে একজন গার্ড রাখবো। ভালো কথা, এরিকা কালো আঙ্গুরের মত কি একটা জিনিষের কথা বলছে, তুমি কুং-এর ফাইলটা পাঠাও তো–

ফোন রেখে গারল্যান্ড সার্জেন্ট ওলীয়ারিকে ডাকে।

সার্জেন্ট, পাহাড়ের ওধারে একজন লোক আর একটা কুকুরকে পাহারায় রাখো

তুমি তো জানো গারল্যান্ড, পাহাড়ে ওঠার কোন রাস্তা নেই। পেছনের রাস্তা ও ভিলার মধ্যে পাহাড়। আমাদের পেছনের দিকটা সম্পূর্ণ নিরাপদ

‘ও’ লীয়ারী। এটা আমার অর্ডার। ওখানে একটা লোক আর একটা কুকুর থাকবে।

ঠিক আছে।

ইতিমধ্যে...

সমুদ্রের ধারের একটা ছোট ভিলায় ডোরির ভিলার ম্যাপের সামনে ঝুঁকে পড়েছে মালিক। স্মারনফ ও স্থানীয় সোভিয়েত এজেন্ট পেট্রোভকা।

পেট্রোভকা বলে, সামনের গেট ছাড়া কোন রাস্তা নেই, ছজন সশস্ত্র সান্ত্রী আছে—

মালিক বলে, পেছনের এই উঁচু রাস্তাটা থেকে পাহাড়ে নামার কোন সুঁড়িপথ নেই?

ম্যাপে তো নেই—

ম্যাপে না থাকলে, আছে কিনা খোঁজ নাও।

.

একটু পরে...

এস্টেট এজেন্ট এনরি ঘুমের অফিসে পেট্রোভকা। আপনি মঁসিয়ে ডোরির ভিলার পিছন দিকে জমি কিনতে চান? জমি আছে, তবে জল নেই।

সে হবে এখন। কিন্তু পেছন দিক থেকে পাহাড়ে নামার রাস্তা আছে কি?

রাস্তা একটা ছিল, পুরনো স্কেচ ম্যাপ দেখায় মে, তবে এখন কেউ ব্যবহার করে না। অতএব, এবড়ো খেবড়ো, পিছল, আলগা মাটি...

এরই মধ্যে...

নিসের ভিঙ্গ ফ্রোঁসে গিরিবর্ত পেরিয়ে ছোট একটা হোটেলে পৌঁছেছে কমুনিস্ট চীনের তিন স্পাই–পার্ল কুও, সাদু মিচেল, জো জো চ্যানডি। হোটেলউলি রুবি কুও পার্লের মাসী।

জো জো চ্যানডি খোঁজ নিল যে আর্মি পাহারা দিচ্ছে। কি করে ঢোকা যাবে, মার্কিন ফৌজের লোক আছে। অ্যালসেশিয়ান কুকুরও আছে। সামনে উঁচু দেয়াল। মেয়েটা ভিলা থেকে না বেরোলে কিছু করা যাবে না। বাড়ির পেছন দিকটায় পাহাড়। সামনের গেট থেকে ভিলাটা ভালো দেখাই যায় না।...

তুমি আমাদের গ্রুপের সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক। এখন তুমি ঠিক করো, কি করতে হবে...

পার্ল গিয়ে রুবির সঙ্গে কথা বলে। ফিরে এসে বলে,

মাসী বলছে পাহাড়ের পেছনের উঁচু রাস্তা থেকে পাহাড়ে উঠে ভিলার পিছনদিকে যাবার; একটা সঁড়িপথ আছে। এখন ওটা ব্যবহার হয়না ।

কিন্তু ওরা যদি রাস্তাটার কথা জেনে থাকে?যদি পেছনের রাস্তায় ওদের সান্ত্রীবাকুকুর থাকে?

পার্ল বলে, একজন সান্ত্রী বা একটা কুকুরে কিছু হয় না, জো-জোর কাছে পয়েন্ট টোয়েনটি টু টেলিস্কোপিক রাইফেল আর সাইলেন্সার আছে–

ভায়োলিনের কেসের ভেতরে টেলিস্কোপিক রাইফেলকে খোলা দুভাগে পার্টস আর সাইলেন্সার রাখা আছে। দুটোই জাপানী ব্রান্ডের সকাল ৪টা ৫৫রে ফ্লাইটে নিয়ে এসেছে সস্তা ফুলকাটা ফ্রকপরা এক চাইনিজ যুবতী। ভায়োলিনের কেসের ভেতরে রাইফেলের পার্টস। পুলিশ কোন সন্দেহ-ই করেনি।

রাইফেলের পার্টসগুলো ফিট করে সাইলেন্সার লাগিয়ে দুরের একটা গাছের দিকে নিশানা ঠিক করতে করতে চ্যান্ডি বলে, ধরে নাও, মেয়েটা মরেই গেছে।

এরই মধ্যে...

.

মার্ক গারল্যান্ডের কথা মাফিক বাধ্য হয়ে ভিলার পিছনদিকের পাহাড়ের পেছনের যে রাস্তাটা গ্রাদ কার্নিশের দিকে গেছে, সেখানে পাহারা দিতে একজন সান্ত্রী পাঠিয়েছে সার্জেন্ট ওলীয়ারি।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ট্যুরিস্ট বাসগুলো দুপুরবেলা একের পর এক আঁকাবাঁকা রাস্তা বেয়ে পাহাড়ের চড়াইয়ে উঠছে। ফটো তোলার জন্য মাঝে মাঝে থেমে থেমে চলেছে।

সান্ত্রী ডেভ ফেয়ারফ্যাক্স জীপে বসে বিরক্ত চোখে ট্যুরিস্টদের দেখছে। তার অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা জীপের পেছনের সীটে। কড়া রোদে পাহারা দিতে না হলে এতক্ষণে সে তার ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে জুয়া খেলে সব টাকা জিতে নিতে পারতো।

টাকাটা ওর দরকার। কদিন আগেই ভিইফ্রাস বন্দরে এক ফরাসী যুবতীর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। কিন্তু নেভীর ছোকরাদের সঙ্গে মেয়ে পটানোর ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় নামা খুব শক্ত ব্যাপার। ওরা জাহাজ থেকে নামলেই খুপসুরৎ মেয়েগুলো ওদের ঘিরে ধরে।

তিনটে ট্যুরিস্ট বাস রাস্তা দিয়ে চলে গেল। একটা লোক পুরু কাঁচের পাসনে চশমাওলা, পাচার মত মুখ বাসের জানলা থেকে ঘাড় উঁচিয়ে জীপের ফটো তুললো। ওকে মুখ ভ্যাঙায় ফেয়ারফ্যাক্স।

অসহ্য গরমে জীপ চলছে। বাড়ির সামনের ছায়াঢাকা বাগানটা কতো ঠাণ্ডা। লাইন দিয়ে টুরিস্ট বাস চলছে। ওভারটেক করতে পারছে না।

কালো রঙের ৪০৪ মডেলের একখানা গাড়ি শ্লথ ট্রাফিকের স্রোতের মধ্যে, এক সুন্দরী ভিয়েনামী মেয়ে ড্রাইভ করছে। ওর পাশে সেই রোগা ছোট কুকুতে চোখ লোকটা। পেছনের সীটে নোংরা অগোছালো পোষাকে তরুণ বীটনিক সঙ্গে একটা ভায়োলিন।

পার্ল ফিসফিস করে বলে, বাঁদিকে।

সাদু আর জো জো ফৌজী জীপ দেখে চমকে ওঠে, তবে কি ইয়াঙ্কিরা সঁড়ি পথটার কথা জেনে গেছে।

জো জো নিজের পয়েন্ট থারটি এইট পিস্তলটা সাদুকে দেয়। সাদু তাড়াতাড়ি ট্রাউজারের ওয়েস্ট ব্যান্ডে পিস্তলটা লুকিয়ে রাখে।

সে ভয় পাচ্ছে।

ইয়াঙ্কি সান্ত্রীর নজরের আড়ালে রাস্তার বাঁকের মোড়ে পৌঁছে পার্ল গাড়ীর বাইরে হাত দেখিয়ে সিগন্যাল দেয়। সে গাড়ি থামাতেই পেছনে ট্রাফিকের ধীরবহমান স্রেত থামে।

পার্ল বলে, তাড়াতাড়ি–আধঘণ্টা পরে আসবো, ক্যামেরাটা নিতে ভুলো না।

সাদু ১৬ মিলিমিটার মুভি ক্যামেরা নিয়ে নামে। তার সঙ্গী জো জোর কাছে একটা ভায়োলিন আর একটা হ্যাঁভারস্যাকের ভেতরে খাবার আর মদ।

দীর্ঘদিন অব্যবহারে পাহাড়ী সঁড়িপথ ঘাস আর ঝোঁপঝাড়ে ঢাকা। জীপ যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে কয়েকশ মিটার দূরে সঁড়িপথের মুখ।

ফেয়ারফ্যাক্স এক লহমার জন্যে চোখ খুলে দেখলো, দুটো লোক–ওদের একজন মুভি ক্যামেরা নিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের ফটো তুলছে। সে ভাবে, ট্যুরিস্ট।

আর একটা ট্যুরিস্ট বাস এসে সাদু ও জীপের মাঝখানে যেই আড়াল করেছে, তখন সেই রাস্তা বদলে সঁড়িপথে ঢুকে পড়ে সাদু ও জো জো। ফেয়ারফ্যাক্স দেখেনি কিন্তু অন্য ট্যুরিস্টরা তাদের দেখেছে।

ট্যুরিস্ট বাস যাচ্ছে, ফেয়ারফ্যাক্স রেডিওর নব ঘোরাচ্ছে, ক্যামেরা আর ভায়োলিন হাতে লোক দুটোর দিকে কোন খেয়ালই করেনি।

ডোরির ভিলা দেখতে পেয়ে সাদু নিশ্চিন্ত হয় যে কোনও সান্ত্রী নেই, আবার বড় রাস্তায়। ফিরে আসে।

এরই মধ্যে জো জো এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখান থেকে নীচে ডোরির ভিলার ওপর তলার সমতল ঝুল বারান্দা দেখা যাচ্ছে। টেলিস্কোপে দেখে সে, টেরাসের প্রত্যেকটা পাথর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

.

বেলা ১টা-৩০মিনিট..

..স্থানীয় সোভিয়েত স্পাই পেট্রোভকা জানে। এতক্ষণে মালিক অধৈর্য হয়ে উঠেছে। পেছনের বড় রাস্তা থেকে সঁড়িপথ পাহাড় বেয়ে গেছে। সে ম্যাপে দেখেছে। কিন্তু কোথায়! বড় রাস্তার মোড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সে দেয়াল ডিঙিয়ে পাহাড় বেয়ে নামছে। মাঝে মাঝে পা পিছলে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সে পুরনো দিনের পায়ে চলা সরু পাহাড়ী রাস্তাটা খুঁজে পায়।

একটা নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়ে। নিঃশব্দে ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে বসে জো জো। এদিকে কে যেন আসছে। রাইফেলের ট্রিগারে আঙ্গুল স্থির করল।

হাতে সাত পয়েন্ট তেষট্টি মিলিমিটার ক্যালিবারের মসার পিস্তল : সরু পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার স্পাই পেট্রোভকা নামছে। কনিষ্ঠ চীনের পেশাদার খুনী জো জো চ্যানডির রাইফেলের পয়েন্ট টোয়েনটি টু বুলেটে পেট্রোভকার কপালের হাড় চুরচুর হয়ে যায়।

জো জো. রাইফেলটা আবার লোড করে। তারপর পেট্রোভকার লাশটা ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে রাখে।

সমুদ্র সৈকতের ছোট্ট ভিলায় তখনো পেট্রোভকারের জন্যে অপেক্ষা করছে দুই সোভিয়েত স্পাই মালিক আর স্মারনফ।

*

যখন ভাঙলো মিলন মেলা

মার্ক গারল্যান্ডের খুব ভোরে ঘুম ভাঙে।

আমি নিজের ঘরে যাচ্ছি, প্রেমের শয্যায় উঠে বসেছে নার্স জিনি রোশ। কাল সে চুলে পেরক্সাইড ঢেলেছে। এখন বহু চুল অগোছালো। তার নগ্ন পিঠ, কোমর ও নিতম্ব পেছন থেকে গারল্যান্ড দেখে। জিনিকে জড়িয়ে ধরে সে ওকে বুকে টেনে নেয়।

এখনই যেয়ো না।

না, প্লীজ, জিনি উঠে দাঁড়ায়, তোমার বয়স আমার দ্বিগুণ।

আমার সয়ে যাবে, যদি তুমি সইতে পারো

ভেবে দেখবো

আবার কবে দেখা হবে

হাসি চেপে জিনি বলে, আমি তো হাসপাতালেই থাকবো। হাসপাতালটা তো পালিয়ে যাচ্ছেনা।

ব্রেকফাস্টে কফি, অরেঞ্জ জুস, ডিম, হ্যাম, ব্লু ট্রাউট মাছ। ডোরির পয়সায় ব্রেকফাস্ট মন্দ লাগেনা গারল্যান্ডের।

জিনি এসে খবর দেয়, এরিকার ঘুম ভেঙেছে। ও টেরাসে যেতে চাইছে।

সুইডিস রূপসীর পরনে আজ নীল পোক।

হ্যালো মার্ক, চলো, সমুদ্রে সাঁতার কাটবো

না ডার্লিং, ডাক্তার বলেছে, চড়া আলোয় বেরোনো একদম বারণ, তাহলে তোমার স্মৃতি ফিরবে না।

মার্ক, সত্যিই তুমি আমার স্বামী?

ম্যারেজ সার্টিফিকেট দেখবে?

আমাদের কবছর বিয়ে হয়েছে?

তিন বছর।

বাচ্চা হয়নি কেন?

এখনো আমরা ঠিকমতো সংসার পাতার সুযোগ পাইনি।

তোমার বিজনেস?

হ্যাঁ, আই, বি, এম-এর হয়ে কম্পুটারের ব্যবসা করি।

তাহলে তোমার বাগানে ফৌজী পাহারা কেন?

দু একদিনের মধ্যে ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী এখানে আসছে। গতমাসে কে যেন ওঁকে বোমা ছুঁড়ে মারতে চেয়েছিল। ওরই নিরাপত্তার জন্যে..পিকিং-এর কথা তোমার মনে পড়ে এরিকা?

পিকিং? এরিকার হাত দুটো মুঠো করা, না পিকিং আমার ভালো লাগেনি, হ্যাঁ ভালো লেগেছিল...কালো আঙ্গুর...সোনালী ড্রাগন...আমার কাছে ছিল...আমার আর কিছুমনে পড়ছেনা।

অনেকক্ষণ পরে...

গারল্যান্ড একা ঘরে বসে চীনা রকেট বিজ্ঞানী ফেং হো কুং-এর ফাইল পড়ছে। ফাইলের শেষের দিকে...দ্য আর্ট অ্যান্ড দ্য কন্যাসার ম্যাগাজিনের কাটিং,...কুং পরিবারের মূল্যবান পাথর ও অলঙ্কারের সংগ্রহশালায় আছে পৃথিবীর একমাত্র কালো মুক্তো। তৃতীয় শতাব্দীতে এই মুক্তোর মালিক ছিল চীনের প্রাচীর যে তৈরী করেছে সেই শি হুয়াং তি। ১৭৫৩ খৃঃ এই মুক্তো কুং পরিবারের দখলে আসে। সেই থেকেই মুক্তোটা ওদের দখলেই রয়েছে...

তাই কালো আঙুরের কথা বলছিল এরিকা?

একটু পরেই...

মতেকার্লোর বুলেভার্দ দ্য মূল্যায় জুয়েলারীর ব্যবসায়ী জ্যাক ইউ-কে এক কালে ব্ল্যাকমেলের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল মার্ক।

ইউ, আঙুরের মতো দেখতে কালো মুক্তোর ব্যাপারে কিছু বলতে পারো?

হ্যাঁ, ওটা কুং পরিবারের সম্পত্তি, পিকিং-এ আছে।

কুং-এর মুক্তোটাই পৃথিবীর একমাত্র কালো মুক্তো। পারস্য উপসাগরের তৃতীয় শতাব্দীতে কোন জেলে এই মুক্তো পেয়ে শি হুয়াং তি-কে বিক্রী করে। একটা থিওরী আছে। মুক্তোটা কালো হওয়ার কারণ অক্টোপাসের কালো থুতু ঝিনুকের মধ্যে ঢুকেছিল। কুং পরিবার মুক্তোটার মালিক হওয়ার পর ১৮৮৭তে ফেং হো কুং-এর বাবা ওদের পাথর ও জুয়েলারীর একটা ছবিওলা ক্যাটালগ ছাপায়।

ইউ অনেক খোঁজার পর ক্যাটালগটা বার করে। এই দেখো, কালো মুক্তোর ফটো

বড় আঙুরের মত সাইজের কুচকুচে কালো মুক্তো সোনার তৈরী ড্রাগনের পিঠে বসান।

ফটোটা খুঁটিয়ে দেখে গারল্যান্ড বলে, ধরো কুং এটা গোপনে বিক্রী করতে চায়। তোমার কোন খদ্দের আছে, যে কিনতে পারবে? কতো দাম দেবে?

অন্ততঃ তিরিশ লাখ ডলার। কিন্তু গারল্যান্ড, ব্যাপারটা কি? কুং কি সত্যিই ওটা বেচতে চায়?

এখন না পরে বলবো।

গারল্যান্ড ভেবেছে, ডোরির কাছে কালো মুক্তোর ব্যাপারে কিছু বলবে না।

গারল্যান্ড ডোরির ভিলায় ফিরে ডোরির ফোন পায়।

তোমার কথামত অ্যাস্টের্গ হোটেলে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সেখানে মেয়েটা নাওমি হিল নামে ঘর ভাড়া নিয়েছিল। কিন্তু দুটো সুটকেসের মধ্যে একটা পাওয়া গেছে, আর একটা কোথায় গেল?

গারল্যান্ড ভাবলো, কালো মুক্তো...নিখোঁজ দুনম্বর স্যুটকেস...

জিনি, তুমি টের্যাসে রোদ পোয়াবে না?

যাচ্ছি। এরিকা খুব সুন্দরী তাই না?

তুমি ও সুন্দরী, ওকে জড়িয়ে তোমার এমন কিছু আছে ওর যা নেই

জিনিষটা কি?

আজ রাতে বলবো।

বেশ, ফ্রেঞ্চ উইনডো দিয়ে টেরাসে যায় জিনি।

ঠিক তখনই...।

ভিলার পেছনে টেরাসের মুখোমুখি পাহাড়ের ওপরে কম্যুনিস্ট চীনের ফরাসী স্পাইচক্রের পেশাদার খুনী জো জো চ্যানডি গরমের চোটে কোট খুলেছে। শার্টের হাতা গুটিয়েছে। হ্যাঁভারস্যাক থেকে মদের বোতল বার করে আধ বোতল মদ গিলেছে। আরও গরম লাগছে; মদের বদলে কোকাকোলা আনা উচিত ছিল। চার ঘণ্টার মধ্যে কেউ আসেনি।

সে রুটি বার করে কামড় দেয়, হঠাৎ তার শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। রুটি ফেলে সে রাইফেল তোলে।

এতোক্ষণে

মাথায় ব্লন্ড চুল, পরনে বিকিনি,–মেয়েটা টের্যাসে দাঁড়িয়ে চামড়ায় সানট্যান স্প্রে করছে রাইফেলের টেলিস্কোপিক সাইটে দেখা যাচ্ছে। নার্স জিনির চুল কালো। এরিকা ওলসেনের চুল সোনালী। অতএব–এই এরিকা।

টেলিস্কোপিক সাইটের ক্রশসেকশন মেয়েটার কপালের মাঝখানে স্থির হয়।

মেয়েটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে।

নিঃশব্দে, নিশ্বাস বন্ধ করে জো জো ট্রিগার টেপে।

৫. পোস্ট মর্টেম

রাশিয়ান স্পাই মালিক ও স্মারনফ মার্কিন ফৌজী জোয়ান উইলি জ্যাকসনকে বোকা বানিয়ে তাকে মেরে বেহুঁশ করে এরিকা ওলসেনকে নিয়ে সরে পড়েছিল। উইলিকে ওরা রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। আর জ্ঞান ফিরে দেখে চোয়াল ফুলে উঠেছে। ওর ফাইলে ওর কম্যান্ডিং অফিসার ব্ল্যাকমার্ক দিয়েছে। ওর মেজাজ খারাপ দেখে কেউ ওকে সহজে ঘাঁটাতে চায়না।

ফেয়ার ফ্যাক্সের ডিউটি শেষ। ওলীয়ারি জ্যাকসনকে ভিলার পেছনের পাহাড়টার পেছনে বড় রাস্তার পাশে পাহারা দিতে পাঠিয়েছে। জ্যাকসন জীপে বসেনি। কুকুরটাকে ঘুমুতে দেয়নি, তার মেজাজ দারুণ গরম।

বড় রাস্তায় শ্লথগথি ট্রাফিকের অবিরাম স্রোত। বেলা দেড়টা, জ্যাকসন দেখলো। ভায়োলিন কেস হাতে এক বীটনিক ছোরা পাহাড়ের ধারে সরু ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। এই ছোকরা কোথা : থেকে এলো?

হে, ইউ! দাঁড়াও।

ছোকরা হেঁটেই যাচ্ছে। দাঁড়াচ্ছে না।

ইউ

জো জো তবু হাঁটছে।

জ্যাকসন অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে লেলিয়ে দেয়।

কালো কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ে জো জোর রাস্তা আটকে দেয়। জো জো কুকুরের হিংস্র চোখ দেখে এই প্রথম ভয় পায়।

তোমাকে থামতে বললাম না? জ্যাকসন এগিয়ে আসে অটোমেটিক রাইফেল হাতে।

ইয়াংক, তুমি বললেই আমি থামবো কেন?

তুমি কোথা থেকে এলে? পাহাড়ের ওপর থেকে?

পাহাড়ে কি করতে যাবো? আমি ফরাসী নাগরিক। তুমি বেকার ঝামেলা করো না—

ভায়লিন কেসটা খোলো—

ইয়াংকের হুকুম আমি মানি না।

সেই মুহূর্তে ধীরবহমান ট্রাফিকের স্রোতে একজন ফরাসী পুলিশকে দেখা গেল। ওকে হাত নেড়ে ডাকে জ্যাকসন।

দারুণ ভয় পেয়ে ভায়লিন কেস ফেলে জ্যাকসনের অটোমেটিক রাইফেলটা ছিনিয়ে নিতে গেল জো জো।

দুটো ঘটনা একই সঙ্গে ঘটল।

জ্যাকসনের বাঁ হাতের জোরালো ঘুষি জো জোর চোয়ালে এসে লাগলো।

অ্যালসেশিয়ান কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে জো-জোর ডান হাত কামড়ে ধরলো।

.

এবং তখনই.ভিলার ভিতরে...কিছু সংলাপ..

গারল্যান্ড। কালো আঙুর নয়, কালো মুক্তো। সোনার ড্রাগনের পিঠে বসান। পিকিং...ফেং হে কুং-এর বাড়িতে। মনে পড়ে?

এরিকা। মার্ক, আমার কিছু মনে পড়ছে না।

কথা বলতে বলতে এরিকা খোলা ফ্রেঞ্চ উইনডোর-এর সামনে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো। গারল্যান্ড ছুটে জানালায় যায়।

নার্স জিনি রোশ টের্যাসের ওপরে অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। তার কপালের মাঝখানে ছোট্ট একটা লাল ফুটো। রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

চাপা আর্তনাদ করে এরিকা অচেতন হয়ে পড়ে।

.

কিছুক্ষণ পরে...।

সমুদ্র পারের একটা ভিলায় সোভিয়েত স্পাই স্মারনফ ও মালিক...কিছু সংলাপ...

স্মারনফ। ভিলার পিছন দিকে যাওয়ার পাহাড়ী রাস্তাটা খুঁজে পেয়েছিল পেট্রোভকা। কিন্তু ইয়েৎ সেনের এজেন্ট জো জো তাকে খুন করে। টেলিস্কোপিক রাইফেলের গুলিতে সে, এরিকা ওলসেনকে খুন করেছে। পুলিশ জো জো-কে অ্যারেস্ট করেছে।

মালিক। বোরিস, এই আমাদের প্রথম ব্যর্থতা। এখন এখান থেকে সরে পড়াই ভালো।

.

...মিলিটারী প্লেনে ও দ্রুতগামী গাড়িতে নিজের বাড়িতে ডোরি ফিরে এসেছে। গারল্যান্ড। সোভিয়েত ও চীনা স্পাই তোমার সান্ত্রীর সামনে দিয়ে পাহাড়ে উঠলো। ব্লন্ড চুল দেখে জো জো জিনিকে খুন করলো এরিকা ভেবে। সাংবাদিকদের বলেছি, নিহত মহিলার নাম এরিকা ওলসেন। এরিকা এখন কালো পরচুলা পরে আর নার্সের ইউনিফর্ম পরে জিনি সেজে আমার সঙ্গে মতেকালো যাবে। ওখানে ধনী ব্যবসায়ী সাজতে হলে আমার অন্তত এক লাখ ফ্রা লাগবে। মালকড়ি ছাড়ো।

ডোরি। কুড়ি হাজার ফ্রাঁ দেব এবং হিসাব চাই।

সাতঘণ্টা কেটে গেল, জো জো এখনো ফেরেনি।

রুবির হোটেল সাদু উদ্বিগ্ন, পার্ল কিন্তু নিরুত্তেজ।

হঠাৎ রুবির আর্ত চীৎকার। সাদু পিস্তল বার করে। পিস্তল ফেলে দাও খোলা জানালায় পুরুষের কণ্ঠস্বর।

সাদু গুলি চালায়। পাল্টা গুলির আওয়াজ।

ঘাসের ওপর সাদু লুটিয়ে পড়ে।

পার্ল স্থির নিশ্চল।

মরে যাওয়ার আগে সাদু দেখে, এক জোড়া কালো ফৌজী বুট তার দিকে এগিয়ে আসছে।

৬. কালো মুক্তোর জন্যে

মার্ক গারল্যান্ড কালো মুক্তোর কথা ডোরিকে বলেনি। ডোরির ধারণা, এরিকা রকেটবিজ্ঞানী কুং-এর ব্যাপারে দামী কোন তথ্য জানে। মার্কের ধারণা, কুং-এর বহুমূল্য কালো মুক্তোটি এরিকা চুরি করে এনেছে। এখন জুয়েলার জ্যাক-এর সাহায্যে মুক্তোটা বেচতে পারলেইউ, গারল্যান্ড এরিকা–তিন জনেরই ফায়দা। তাই সে ডোরিকে মিথ্যে বলে কুড়ি হাজার ফ্রা আদায় করে জ্যাক ইউ-এর মতেকার্লোর অ্যাপার্টমেন্টে এরিকাকে নিয়ে এসেছে।

গারল্যান্ড। ওয়েল, ডার্লিং।

এরিকা। আমি তোমার ডার্লিং নই। তুমি আমার স্বামী নও। আমার স্মৃতি ফিরেছে। তুমি কে?

গারল্যান্ড। আমি সুবিধেবাদী। টাকার জন্যে সি. আই-এর হয়ে কাজ করছি। প্যারীর রাস্তায়, তোমায় অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়, মার্কিন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তোমার পাছায় চীনা কুং-এর নাম সই-র তিনটে আদ্যাক্ষর উল্কিতে আঁকা দেখে সিয়া সন্দেহ করে তুমি কুং-এর প্রাক্তন রক্ষিতা এরিকা। ওদের কথামত তোমার স্বামী সেজে আমি কুং-এর কথা আদায়ের চেষ্টা করছিলাম একই উদ্দেশ্যে রাশিয়ানরা তোমাকে কিডন্যাপ করতে চায়। চীনারা তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল। এখন রাশিয়ান ও চীনারা জানে তুমি মরে গেছ।

এরিকা। একজন সুইডিস ব্যবসায়ীর সেক্রেটারী হয়ে আমি পিকিং যাই। আমাকে দেখে কুং-এর ভালো লাগে। তার রক্ষিতা হয়ে আমি সপ্তাহে তিনশো ডলার পেতাম। তারই ইচ্ছেয় আমি নিজের শরীরে তার নাম উল্কিতে খোদাই করাই। কিন্তু কুং-এর যৌন অত্যাচার অসহ্য লাগায় আমি পালিয়ে আসি।

গারল্যান্ড। কালো মুক্তোটা তুমি চুরি করেছ। তুমি কি ওটা বিক্রি করবে? কমিশন বাদ দিয়ে তুমি কুড়ি লাখ ডলার পাবে। এছাড়া তোমার উপায় নেই। ডোরিকে বললে যে তুমি কুং-এর ব্যাপারে কোন দরকারী খবর জানোনা। ও তখন তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না। চীনা স্পাইরা তোমাকে রিভলবার দেখিয়ে কিডন্যাপ করে মুক্তোটা আদায়ের চেষ্টা করবে।

এরিকা । মার্ক, আমার ঘরে চলো। কোন পুরুষমানুষের সঙ্গে শোয়ার আগে তাকে বিশ্বাস, করা যায় না।–এরিকার বেডরুমে ঢোকার মুখে হঠাৎ গারল্যান্ডকে ধাক্কা মেরে সরে যায় এরিকা।

খোলা জানালার সামনে সাইলেন্সার লাগানো সাত পয়েন্ট পয়ষট্টি ক্যালিবারের পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে একজন। গারল্যান্ড চমকে ওঠে।

মিস্টার গারল্যান্ড, লম্বা মোটাসোটা ভুড়িওলা লোকটার বয়স ষাটের কাছাকাছি-নীল চোখ, অমায়িক হাসি। পরনে নিখুঁত হাল্কা স্যুট, দামী টাই, প্লীজ বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা করবেন না। আমার শ্যুটিং এর হাত ভালো। ঝামেলা বাঁধালে আপনার ডান হাটুর মালাই চাকিতে

গুলি করবো। আমার নাম ওলসেন। আমার কারলোটা ও এরিকা দুই মেয়ে। যার সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন ও কারলোটা।

ও.কে. ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলে বসে গারল্যান্ড বলে, শুযটু! ইওর ট্রিক

রাইট। আমি ও আমার মেয়েরাও আপনার মতো সুবিধেবাদী। আপনি ব্ল্যাকমেলের ভয় দেখাচ্ছিলেন। আপনার সব কথা এই পোর্টেবল টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করা আছে। সি. আই.এ এর বড়কর্তা ডোরি যদি এই টেপ শোনে তাহলে

কিন্তু ওলসেন, তাতে তোমার কি লাভ? ঝেড়ে কাশো।

এরিকা কারলোটার চেয়ে এক বছরের বড়। সে একটা ট্রেড মিশনের সঙ্গে পিকিং-এ যেয়ে কুং-এর নজরে পড়ে। কুং-এর প্রস্তাবমতো ওখানেই থেকে যায়। এতে আমার ও কারলোটার সম্মতি ছিল না। কয়েক মাস পরে পিকিং-এর জীবন অসহ্য লাগায় এরিকা হুং ইয়ান নামে এক চীনা যুবকের সাহায্যে হংকং-এ পালায়। পালাবার সময় সে কুং-এর দামী কালো মুক্তোটা চুরি করে আনে। কিন্তু এর মধ্যে হংকং-এর এজেন্টরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। ওদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এরিকা লুকায়। সে হংকং ছেড়ে আমার জন্য প্রয়োজনীয় পাশপোর্ট যোগাড় করতে না পারায় অগত্যা কারলোটাকে কেবল পাঠিয়ে হংকং যেতে বলে। এরিকার বয়ফ্রেন্ড হুং ইয়ান এমন একজন উল্কি আঁকিয়ে যোগাড় করে যে কারলোটার পাছায় এরিকার মতোই কুং-এর সইকরা নামের আদ্যাক্ষর তিনটে এঁকে দেয় এবং সে কারলোটাকে এমন একটা চীনা ঔষধ দেয় যা খেলে সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ ঘটে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সবাই ভাবুক এরিকাই প্যারীতে ফিরেছে।

তাহলে চাইনিজ স্পাইচক্র আর এরিকাকে হংকং-এ খুঁজবে না। মার্সের বদলে এরিকা মারা গেছে আপনি পুলিশকে বলেছেন। ভালোই বলেছেন। এখন আমার প্রস্তাব, আপনি হংকং-এ যান ও কালো মুক্তোটা নিয়ে আসুন–অবশ্য এরিকাকেও সঙ্গে আনতে হবে

তুমি নিজে যাচ্ছে না কেন?

অতীতের একটা ক্রিমিন্যাল কেসে ব্রিটিশ পুলিশ আমাকে খুঁজছে। আমার হংকং যাওয়া নিরাপদ নয়। তাছাড়া আপনার কাছে এরিকার সঙ্গে বিয়ের ভুয়ো সার্টিফিকেট আর পাশপোর্ট আছে।

হংকং যেতে টাকা লাগবে।গারল্যান্ডের ধান্দা দুটোঃ টাকা আর মেয়েমানুষ, তোমার কাছে মালকড়ি আছে?

আমার কাছে নেই। তবে কালো মুক্তো আনতে যাচ্ছেন শুনলে আপনার বন্ধু মিস্টার ইউ হয়তো সাহায্য করবেন। মুক্তো বিক্রির মুনাফায় ওঁরও হিসসা থাকবে।

বেশ তাই হবে। কিন্তু কালোটার কি হবে?

ওর তাড়াতাড়ি সুইডেনে ফেরা দরকার।

ডোরিকে বলবো, ও কারলোটা, এরিকা নয়। দু চারদিন সওয়াল করে ডোরি ওকে সুইডেনে, ফিরে যেতে দেবে। কিন্তু ওলসেন, টেপটা আমায় দাও, এখন আমরা যখন একই ধান্দাবাজীর পার্টনার।

না, মিস্টার গারল্যান্ড, আপনার মতো সুবিধেবাদীর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। হয়তো আপনি কালো মুক্তোটা নিয়ে কেটে পড়বেন–সেক্ষেত্রে টেপটা ভোরির কাছে পৌঁছে যাবে।

দেখি, ইউ মালকড়ি ছাড়ে কিনা?

গারল্যান্ড, তুমি ভুলে গেছ? কারলোটা বলে।

কি ভুলে গেছি?

তুমি আমার বেডরুমে কেন এসেছিলে?

ইয়া, ইয়া? আমি বোধ হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

কারলেটার নীল চোখে কামনার আগুন

ততক্ষণে আস্তে আস্তে পোষাকের চেন খুলতে শুরু করেছে কারলোটা।

তোমার বোন এরিকা দেখতে কেমন? কারলোটার শরীরের ওপর শুয়ে গারল্যান্ডে বলে।

আমার চেয়ে সুন্দর। তবে বড্ড ঠাণ্ডা

কারলোটা ঠাণ্ডা নয়। মার্ক ভাবছিল।

৭. শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি

মার্ক তোমার গালে পাঁচটা আঙুলের দাগ কেন?

স্পাইয়ের জীবিকার বিপদ

ডোরি বলে, তুমি আমার নতুন সেক্রেটারীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছ?

আমি চুমু খেয়েছি। খারাপ ব্যবহার তোমার সেক্রেটারী করেছে। ডোরি, তোমার মুরগী আণ্ডা পেরেছে। তবে আণ্ডটা পচা–মেয়েটা এরিকা নয়, এরিকার বোন কারলোটা। এরিকা হংকং এ ছিল, ও যেন পালাবার সুযোগ পায় তাই ওর বোন কারলোটা পাছায় উল্কি এঁকে আমাদের বুদু বানিয়েছে। এরিকা ইতিমধ্যে হংকং থেকে পালিয়েছে। তবে কোথায় কেউ জানে না।

ডোরি বলে, আমি কারলোটার সঙ্গে কথা বলবো।

ও বাইরে আছে। ডোরি আমার দশহাজার ফ্রা পাওনা আছে। মাল ছাড়ো।

আমি তোমাকে বিশ হাজার ফ্রা দিয়েছি।

মতেকার্লোয় ফ্ল্যাট জোগাড় করতে কতত সেলামী দিতে হয় জানো? তারপর প্যারী আসার ভাড়া।

গারল্যান্ড, পাসপোর্টটা দাও।

কোন পাসপোর্ট?

এরিকার জাল পাসপোর্ট যেটা দিয়েছিলাম।

আরে সেটা তো তোমার ভিলায় ডেস্কের ডানদিকের সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ারে রেখে এসেছি।

ঠিক আছে, যদি তুমি এই কেসে কোন বেইমানী করে থাকো তবে তোমার বারোটা বাজিয়ে দেবো

ওহ ডোরি, তোমার মুরগী পচা আণ্ডা দিলে আমি কি করবো?

খুব সম্ভব আমি আর তোমাকে কাজ দেবো না। কাজ হয় না, অথচ তুমি মুনাফা লোটো–

কপাল, বুঝলে ডোরি, হাসতে হাসতে গারল্যান্ড চলে যায়।

একটু আগে ডোরির নতুন সেক্রেটারী মেভিস পলকে চুমু খেতে গিয়ে থাপ্পড় খেয়েছে গারল্যান্ড।

সে এখন এতো জোরে টাইপ করছে যে মেসিনের মত শোনাচ্ছে।

ওর ডেস্কের সামন দাঁড়িয়ে প্লাস্টিকের প্লেটে লেখা মেভিস পল নামটা পড়ে মার্ক।

সুন্দর নাম সুন্দরী মেয়ে, প্যাডে নামটা লিখে পকেটে রেখে শিস দিতে দিতে অ্যান্টিরুমে গারল্যান্ড ঢোকে। কারলোটা সেখানে অপেক্ষা করছে।

হি বেবী ভেতরে যাও। বুড়ো বকবক করবে।

ডোরি তোমার কিছু করতে পারবে না। আবার দেখা হবে

হাসতে হাসতে মার্ক যায়। তিরিশ লাখ ডলারের কালো মুক্তো তার চোখের সামনে ভাসছে।

৮. স্পাই ইন হংকং

মার্ক গারল্যান্ড পরের দিন সকালে ট্যাক্সিতে ওরলি বিমানবন্দরে এলো। পরনে নীল রঙের পুরনো ট্রপিক্যাল স্যুট। বয়স্ক পোর্টার তার সুটকেশ বইছে। সে সকাল ৯ টার প্লেনে রোম হয়ে হংকং যাবে। এয়ার ফ্রান্সের রিসেপশন ডেস্কের ক্লার্ক জানালো রোমে প্লেন কিছুক্ষণ থাকবে।

গারল্যান্ডের সুটকেশ বাহকের নাম জাঁ রেদু। লোকটা কম্যুনিষ্ট এবং সোভিয়েত স্পাইচক্রের একজন এজেন্ট। সোভিয়েত দূতাবাসে তার প্রতিটা খবর পাঠানোর জন্যে একশ ফ্রা পায়।

এর আগে গারল্যান্ড, জিনি ও এরিকাকে ডোরির ভিলায় পৌঁছে দিয়ে যখন সিয়ার এজেন্ট, জ্যাক কারম্যান নিস থেকে প্লেনে ওরলি বিমানবন্দরে আসে, খবরটা সোভিয়েত দূতাবাসে জাঁ বেঁদুই পৌঁছে দেয়। কারণ সে এমব্যাসীতে সিয়ার এজেন্টদের ফটো দেখেছে।

জাঁ রেদু এবারেও মার্ক গারল্যান্ড যে হংকং যাচ্ছে এই খবরটা ফোনে সোভিয়েত স্পাইচক্রের কোভস্কিকে জানালো।

গারল্যান্ড হংকং যাচ্ছে কেন? কোভস্কি ভাবছে এরিকা ওলসেন তো মরেই গেছে। আসলে যে ওটা নার্স জিনি এবং যাকে ও এরিকা ভাবছে সে যে কারলোটা এবং এরিকা যে হংকং আছে, এ খবর কোভস্কি জানে না। তবু সন্দেহ হয়। স্পাই মালিককে রোমে

পাঠানো হয়েছে এরিকা সংক্রান্ত অপারেশন ব্যর্থতার পর। সেখানে এক বেইমান ব্রিটিশ এজেন্টকে খতম করতে হবে। একটু ভেবে রোমের সোভিয়েত দূতাবাসে মালিককে ফোন করে কোভস্কি।

মার্ক গারল্যান্ডের অন্যের পয়সায় ফুর্তি মারতে জুড়ি নেই। সে প্লেনের ফার্স্ট ক্লাশে যাচ্ছে। জুয়েলার জ্যাক ইউ প্রথমে বুঝতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত কালো মুক্তোর লোভে রাজি হয়।

গারল্যান্ডের এবারের সফর ভালো লাগছে। সুন্দরী হাসিখুশী এয়ার হোস্টেসের ধারণা, লোকটা কোন খেয়ালী মার্কিন কোটিপতি। সারা রাস্তা সে গারল্যান্ডকে ক্যাভিয়ের, শ্যাম্পেন আর কেক প্যাস্ট্রি নিয়ে সাধাসাধি করেছে। গারল্যান্ড রোমে পৌঁছে এয়ারপোর্টের বারে ঢুকে দুটো বড় পেগ স্কচ হুইস্কি খায়। তারপর জেমসহেডলী চেজের লেখা সাম্প্রতিক বেস্টসেলার পেপারব্যাক উপন্যাসটা কিনে প্লেনে ফিরে আসে।

মালিক হাঁফাতে হাঁফাতে ইকনমিক ক্লাস কম্পার্টমেন্টে ঢোকে, রোম থেকে প্লেন ছাড়তে আর মাত্র তিন মিনিট বাকী। কোভস্কি প্যারী থেকে ফোনে বলেছে, এরিকা নিশ্চয়ই মরার আগে জরুরী কিছু বলে গেছে। সেই ব্যাপারেই মার্ক হংকং যাচ্ছে। জরুরী খবরটা সোভিয়েত সিকিউরিটি জানতে চায়। হংকং-এর সোভিয়েত এজেন্টরা মালিককে মদৎ দেবে।

প্লেন উড়ে চলেছে হংকং-এর দিকে। তখনই

প্যারীর চীনা দূতাবাসে কনিষ্ঠ চীনের স্পাইচক্রের প্যারী শাখার হর্তাকর্তা ইয়েৎ সেন পিকিং-এ পাঠানোর জন্য রিপোর্ট লিখছে। তিনজন ভালো এজেন্টকে হারাতে হয়েছে। কিন্তু অপারেশন সাকসেস ফুল। এরিকা ওলসেন খুন হয়েছে। আসল খবর ইয়েৎ সেনও জানে না। রিপোর্টের শেষে সে গারল্যান্ডের নাম ও চেহারার বর্ণনা লেখে : এই লোকটা বিপজ্জনক, এর নাম ও ফটো আমাদের ফাইলে থাকা উচিৎ।

প্লেন হংকং-এ যাবার আঠারো ঘণ্টা আগে ইয়েৎ সেনের রিপোর্ট কেবল পিকিং-এ পৌঁছেছে। এশিয়ার প্রত্যেকটি বিমানবন্দরে গারল্যারে চেহারার বর্ণনা চীনা এজেন্টদের জানানো হয়েছে। চীনা শাইচ এসব ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নেয় না।

গারল্যান্ড জানে না যে সে ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিতে চলেছে। তারই প্লেনে সোভিয়েত রাশিয়ার সেরা স্পাই মালিক তাকে ফলো করছে। কাই তা বিমান বন্দরে এক চীনা কাষ্টমস অফিসারের কাছে তার নাম ও চেহারার বর্ণনা পৌঁছেছে।

গারল্যান্ড মুরগীর মাংস ও বর্দোর মদ খেয়ে মেজাজে আছে। সে ভাবছে সে বড়লোক হতে চলেছে। তার স্বপ্নের রামধনু এখন কাছে আসছে হংকং গারল্যান্ডের অচেনা না। এই নিয়ে সে চারবার হংকং-এ এলো। পৃথিবী ভ্রমণে বেড়িয়ে ধনী মার্কিন যুবতীর মনে হলো, মার্ককে তার বডিগার্ড নেওয়া উচিত।সেইমেয়ের সুন্দর শরীর পাহারা দিতে গারল্যান্ডের আপত্তি নেই।হংকং এ চার হপ্তা মেয়েটাকে কামশাস্ত্র শিখিয়েছিল গারল্যান্ড।

একবার টাকার বিনিময়ে সে, সি, আই, এ,কে হংকং-এর আফিমের চোরাকারবারীচক্র ভাঙতে সাহায্য করে। সে বার সিয়ার রেসিডেন্ট এজেন্ট হ্যারী কার্টিস-এর সঙ্গে পুলিশ

বোটে কয়েকটা দিন কাটিয়েছে গারল্যান্ড। তাই পিয়াং ওয়ান, তাথং এবং ইস্ট লাম্মা চ্যানেলের দ্বীপগুলো তার চেনা।

এবার হ্যারীকার্টিসের সঙ্গে দেখা হলেই সর্বনাশ। মার্ক হংকং-এ এসেছে, শুনলেই ডোরি সন্দেহ করবে, গারল্যান্ডের ধান্দা খারাপ। কার্টিসের অভ্যাস, য়ুরোপ থেকে প্লেন এলে সে এয়ারপোর্টে থাকে। কার্টিসের ভারিক্কী চেহারাটা উঁকি মারছে কিনা তাই দেখতে ব্যস্ত রইলো গারল্যান্ড।

চীনা কাস্টমস অফিসার পাসপোর্ট দেখে গারল্যান্ডের দিকে একবার তাকালো। তখনই কাস্টমসের ইঙ্গিতে এক মোটা-সোটা চীনা ভদ্রলোক ফলো করছে।

মালিকের তীক্ষ্ণ চোখ মোটা-সোটা চীনা এজেন্টকে দেখেছে! ভিড় ভেঙ্গে হংকং-এর সোভিয়েত স্পাই ব্র্যানস্কা মালিকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে। লোকটার মাথায় বালি রং চুল, দাগে ভরা মুখ, বেঁটে ও মোটা চেহারা।

ঠিক আছে। তিনজন এজেন্ট গারল্যান্ডের দিকে নজর রাখছে, হোটেলে চলুন।

এই ফাঁকে দেখে নিলেন,

রিক্সায় বসে আছে সুন্দরী চীনা মেয়ে। চিওংসামের সামনেটা কায়দা করে কাটা, ফাঁকা দিয়ে হাঁটুর চার ইঞ্চি ওপর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এর জন্যই হংকং ভালোবাসে গারল্যান্ড। এই শহর প্রাণশক্তিতে ভরপুর। এখানে সবকিছু ঘটে এবং মালকড়ি কামানোর জন্য জায়গাটা ভালো।

গারল্যান্ড ট্যাক্সি ছেড়ে অপেক্ষামান ফেরী নৌকায় চড়ে। সোভিয়েত পাই মালিকের দুজন এজেন্ট এবং সেই মোটাসোটা চীনা স্পাই উংলু, তারাও নৌকায় ওঠে।

গারল্যান্ড দশ মিনিট পরে ওয়ানচাই সমুদ্রসৈকতে পৌঁছে হোটেলে যাবে বলে ট্যাক্সিতে ওঠে। কেউ তাকে ফলো করলে সে বুঝতে পারে। মালিকের এজেন্টরা তার চোখে পড়েছে। কিন্তু মোটা চীনা ভদ্রলোকের দিকে নজর দেয়নি। গারল্যান্ড ট্যাক্সি থেকে নামতেই তার পাশ দিয়ে একটা গাড়ি পাশ কেটে বেরিয়ে গেল। গারল্যান্ড ভাবছিল, আমাকে সাবধানে থাকতে হবে। কিন্তু কালো স্যুট পরা মোটাসোটা চীনা ভদ্রলোক কাছেই সিগারেট কিনছেন। গারল্যান্ড তার দিকে খেয়ালই করছে না।

ওয়াং সি বুড়ো হোটেলের মালিক, মুখে একটু ছাগলদাড়ি আছে। গারল্যান্ড একজন সিয়ার এজেন্ট বলে ওয়াংসি জানে, আগেও সে এই হোটেলে থেকেছে, চেনা লোক ছাড়া কাউকে আমার ঘরে যেতে দিও না,মার্ক বলে। এবার বুথে ঢুকে কারলোটার দেওয়া নম্বর ডায়াল করে।

কে বলছেন?

প্যারীর এক বন্ধু।

আশা করি সফর ভালো কেটেছে।

কারলেটার দেওয়া কোড় পাশওয়ার্ড ও কাউন্টার পাশওয়ার্ড। একটু আশ্বস্ত হয় গারল্যান্ড।

তুমি আসবে না আমিই যাবো? আমি ওয়ানচাইয়ের লোটাস হোটেলে উঠেছি।

পরনে লাল চিওংসাম, বাঁ কানে হীরের ফুল–একটি মেয়ে আপনার ঘরে যাবে। আপনি ওর সঙ্গে চলে আসুন। গারল্যান্ড আবার হোটেলের মালিককে বলে, একটি মেয়ে আমার কাছে আসবে। আমি ওর সঙ্গে বাইরে যাবো। কেউ ফেলো করলে বিপদ হবে–

এই হোটলে আধঘণ্টা অন্তর মেয়ে আসে।

ওয়াং-সী খিলখিল করে হাসে, নীচের ঘরগুলোয় কাস্টমাররা মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করে। কেউ যেন না দেখে, ওরা তাই পেছনের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে যেয়ে দুটো ছাদ পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গলিতে নামে।

এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট পরে দরজায় টোকা পড়তে গারল্যান্ড দরজা খুলে দেখে, স্লিম সুন্দরী চীনা মেয়ে–পরনে লাল চিওংসান, বাঁ কানে হীরের ফুল।

তোমার নাম?

তান তয়। পয়সা দিলে আমি প্রেম করি।

গারল্যান্ড হাসে, তাই নাকি? এখন চলল।

সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে দুটো ছাদ পেরিয়ে গলিতে নেমে সমুদ্র সৈকতে পৌঁছে অস্টিন কুপার। গাড়িতে গারল্যান্ড চড়ে। তান তয় গাড়ি ড্রাইভ করে।

তান তয় বলে, এরিকা এখানে নেই। হুং ইয়ান তোমাকে ডেকেছে।

তুমি এসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে কেন?

হুং ইয়ান আমার অসুখের সময় মদৎ দিয়েছিল। আমি উপকারীর উপকার ভুলি না।

মালিক-এর এজেন্ট এই গোপন পথেও নজর রেখেছিল তা গারল্যান্ড জানে না।

সেই মোটাসোটা চীনা ভদ্রলোকও জানিয়েছে মার্ক এখন শুং ইয়ানের ভিলায় যাচ্ছে।

পাহাড়ের ওপরে ছোট্ট ভিলা। গাড়ি থামিয়ে তান তয় বলে, কাজ মিটলে আমার সঙ্গে দেখা করো। ওয়াংসী আমার ঠিকানা জানে। ঘরে ছোট্ট টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। হুং ইয়ানের বয়স কম, পরনে ঢিলে ঢালা কোট আর ট্রাউজার, চোখ দুটো জ্বলছে।

হুং ইয়ান বলে, পাক কোকের কাছে একটা জাং-বোটে এরিকা লুকিয়ে আছে। আমি ওকে ভালবাসি। চীনাদের ধারণা এরিকা প্যারীতে পালিয়েছে। তোমর কাছে ওর পাসপোর্ট আছে?

হ্যাঁ। আমাকে কেউ ফলো করে থাকতে পারে–

হুং ইয়ান একটা ছোরা গারল্যান্ডকে দেয়। ওরা দুজনে ভিলার পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে কুয়াশাঢাকা পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে সাবধানে হাঁটতে থাকে। একটা নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়ে, কে যেন আসছে? হুং ইয়ান হাঁটতে থাকে। গারল্যান্ড ঝোঁপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বসে। একটা বেটেখাটো চীনা, এক লাফে লোকটার পা দুটো ধরে রাস্তার ওপরে গারল্যান্ড পড়ে যায়। লোকটার হাতের ছোরা ঝলসে ওঠে। ততক্ষণে হুং ইয়ান পেছন ফিরে লোকটার কব্জি ধরে ফেলেছে। গারল্যান্ডের জোরালো ঘুষি লোকটার চোয়ালে, সঙ্গে সঙ্গে হুং ইয়ানের ধারালো ছোরাটা নোকটার বুকে বিধে যায়। বড় রাস্তার ধারে একটা গ্যারেজ। পুরনো ভকসওয়াগনে গারল্যান্ড উঠে বসে। হুং ইয়ান ড্রাইভ করছে।

সোভিয়েত স্পাই মালিক ও চীনা স্পাই উংলুর এজেন্ট একই সঙ্গে খবর পাঠায়, গারল্যান্ড অ্যাবোরডিন বন্দরে যাচ্ছে। কালো জলে কি যেন নড়ে ওঠে, গারল্যান্ড ঝুঁকে দেখে : হাঙ্গরের তিনকোনা পাখনা জলে ফেনা ছড়াচ্ছে।

প্রকাণ্ড জাং বোট পাক কোকের সমুদ্রতীর থেকে আধমাইল দুরে নোঙর করে আছে। মোটরযোট থামিয়ে শিস দেয় হুং ইয়ান। মাথায় চীনা টুপি ঢিলেঢালা চীনা কোট ও ট্রাউজার পরা লম্বা মেয়েটা ওপরের ডেক থেকে উঁকি দেয়।

হুং ইয়ান ডেকেই অপেক্ষা করে। এরিকার পেছন পেছন গারল্যান্ড কেবিনে নামে। ঘোট লক্ষ্যের আলোয় মার্ক দেখে, এরিকা তার বোন কারলোটার চেয়ে সুন্দরী।

আমার কাছে তোমার পাসপোর্ট আর প্লেনের টিকিট আছে। কালো মুক্তোটা কোথায়?

কুং-এর মিউজিয়ামে সশস্ত্র সান্ত্রীর পাহারায়।

গারল্যান্ড চেঁচিয়ে ওঠে, ননসেন্স।

কালো মুক্তোর গল্প না ফাঁদলে আমার বাবা বা আমার বোন আমাকে পালাতে সাহায্য করত না। ওরা স্বার্থপর সুবিধেবাদী।

তোমার কাছে মুক্তো না থাকলে চীনা স্পাইরা তোমাকে খুন করতে চাইছে কেন?

কেন না রকেট বিজ্ঞানী কুং-এর নতুন ক্ষেপনাস্ত্রের ব্যাপারে আমি জরুরী একটা খবর জানি।

গারল্যান্ড ভাবে, ডোরিই ঠিক বুঝেছিল। তার বড়লোক হবার স্বপ্ন এখানেই শেষ। কালো মুক্তোর জন্যে নয়। ক্ষেপনাস্ত্র সংক্রান্ত গোপন খবরের জন্যে এরিকাকে খুন করতে চাইছে চীনা স্পাইরা।

গোপন খবরটা কি?

ওপরে চলো, প্লেনে ওঠার আগে আমি বলবো না। হং ইয়ান ওখানে অপেক্ষা করছে। আ আ-আ!

হঠাৎ এরিকা চিৎকার করে। গারল্যান্ড ঘুরে দাঁড়ায়।

মালিক কেবিনের দরজায়, তার হাতে উদ্যত পিস্তল।ডোন্ট মুভ। আর একটি কথা বললে গারল্যান্ডআমি তোমাকে খুন করবো।মিসওলসেন, আমি আপনার বন্ধু। এই লোকটা প্যাসেনজার প্লেনে আপনাকে হংকং নিয়ে যাবে। প্লেনে ওঠার আগেই চীনা স্পাইরা আপনাকে খুন করবে। আমি আর্মির চার্টড প্লেনে আপনাকে টোকিও হয়ে মস্কো নিয়ে যাব। এই যে, প্লেনের কাগজপত্র আর লগবুক। কুং-এর ব্যাপারে খবর দিলে সোভিয়েত রাশিয়া আপনাকে অনেক টাকা দেবে

এরিকা গারল্যান্ডের দিকে একবার তাকিয়ে মনস্থির করে মালিককে বলে, আমি আপনার সঙ্গেই যাবো

এরিকাও হুং ইয়ানকে খুন করেছে। তুমি ওপরে সুটকেশ আনতে গেলে ও আমাকেও খুন করবে। গারল্যান্ড চেঁচিয়ে বলে।

মালিক বলে, হুং ইয়ান নৌকোয় বসে আছে। এই লোকটাকে আমি খুন করবো না। যান, মিস ওলসেন, আপনার সুটকেশ নিয়ে আসুন

এরিকা চলে যেতেই মালিকের সবুজ চোখ ঝলসে ওঠে: গারল্যান্ড তোমাকে বলেছিলাম, আমাদের ব্যাপারে মাথা গলালে তুমি খুন হবে

মালিক পিস্তল তোলে।

মেসিনগানের আওয়াজ। মোটরবোটের শব্দ! চমকে মালিক ঘুরে তাকাতেই গারল্যান্ড লাফিয়ে উঠে মালিকের হাতের মনিবন্ধে ক্যারেটেচ মারে, পিস্তল মেঝেতে পড়ে। গারল্যান্ড ওটাকে লাথি মেরে কোনের দিকে ঠেলে দেয়।

মেশিনগানের গুলিতে কেঁপে ওঠে জাংকবোট। মালিক সিঁড়ি বেয়ে ডেকের দিকে ছুটছে পেছনে গারল্যান্ড। মোটর বোট স্টার্ট দেওয়ার শব্দ।

এরিকা ওলসেনের লাশ ডেকে পড়ে আছে। মেশিনগানের গুলিতে মেয়েলী বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

মালিক গারল্যান্ডের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

কাম অন্, কমরেড, গারল্যান্ডের হাতে ধারালো ছোরা, তোমার গলা কাটতে মন্দ লাগবে না।...আমরা যখন লড়ছি, তারই মধ্যে চীনারা কাম ফতে করল।

মালিক গর্জে ওঠে–আমাদের ব্যাপারে ফের যদি মাথা গলাও।

গারল্যান্ড হাসে, ভয় দেখাতে হয়, চীনাদের দেখাও।

জাংকের ধার থেকে নেমে মোটরবোটে ওঠে মালিক। সে বোট স্টার্ট দেয়। ব্র্যানস্কার লাশটা সমুদ্রে ফেলে দেয়।

হুং ইয়া কোথায়? কালো জলে হাঙর ঘুরছে।

গারল্যান্ড ভাবে, মালিক ওকে মেরে জলে ফেলে দিয়েছে। বাকী কাজ হাঙররাই করেছে।

গারল্যান্ড মোটরবোটে তীরে পৌঁছে থানায় ফোন করে।

মার্ডার। পাক কোকের কাছে জাংকে নোঙর করা। মেয়েটার নাম এরিকা ওলসেন। চীনা স্পাইদের কাজ। সি. আই. এ.-কে খবর দাও :

তুমি কে?

গারল্যান্ড ততক্ষণে ফোন রেখে দিয়েছে।

সে হোটলে ফিরে প্যারীতে এরিকার বাবাকে ফোন করে।

ওলসেন, খবর ভাল নয়। চীনা শাইরা তোমার মেয়ে এরিকাকে খুন করেছে

চুলোয় যাক। কালো মুচোট পেয়েছো?

এরিকার কাছে মুক্তো ছিল না।

ইউ চীপ ক্রুক! তার মানে মুক্তোটা তুমি নিয়েছ? তিন দিনের মধ্যে ওটা না পেলে তোমার সেই টেপ ডোরির কাছে পৌঁছে যাবে

গারল্যান্ড ভাবে, তবে এখন প্যারীতে যাওয়া বিপদ।

এবার গারল্যান্ড টেলিফোন তুলে লোটাস হোটেলের মালিক ওয়া সীর সঙ্গে কথা বলে।

তান তয় মেয়েটাকে বলল হিল্টন হোটেলে আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করছি।

গারল্যান্ড বারে বসে মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ভাবছে, জীবন বড় ছোট, উপভোগের এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা উচিৎ নয়।

সে রূপসী চীনা বারবধু তান তয়ের জন্যে পায়ের ওপর পা রেখে অপেক্ষা করে।

99